হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এবং হামদর্দ বাংলাদেশ

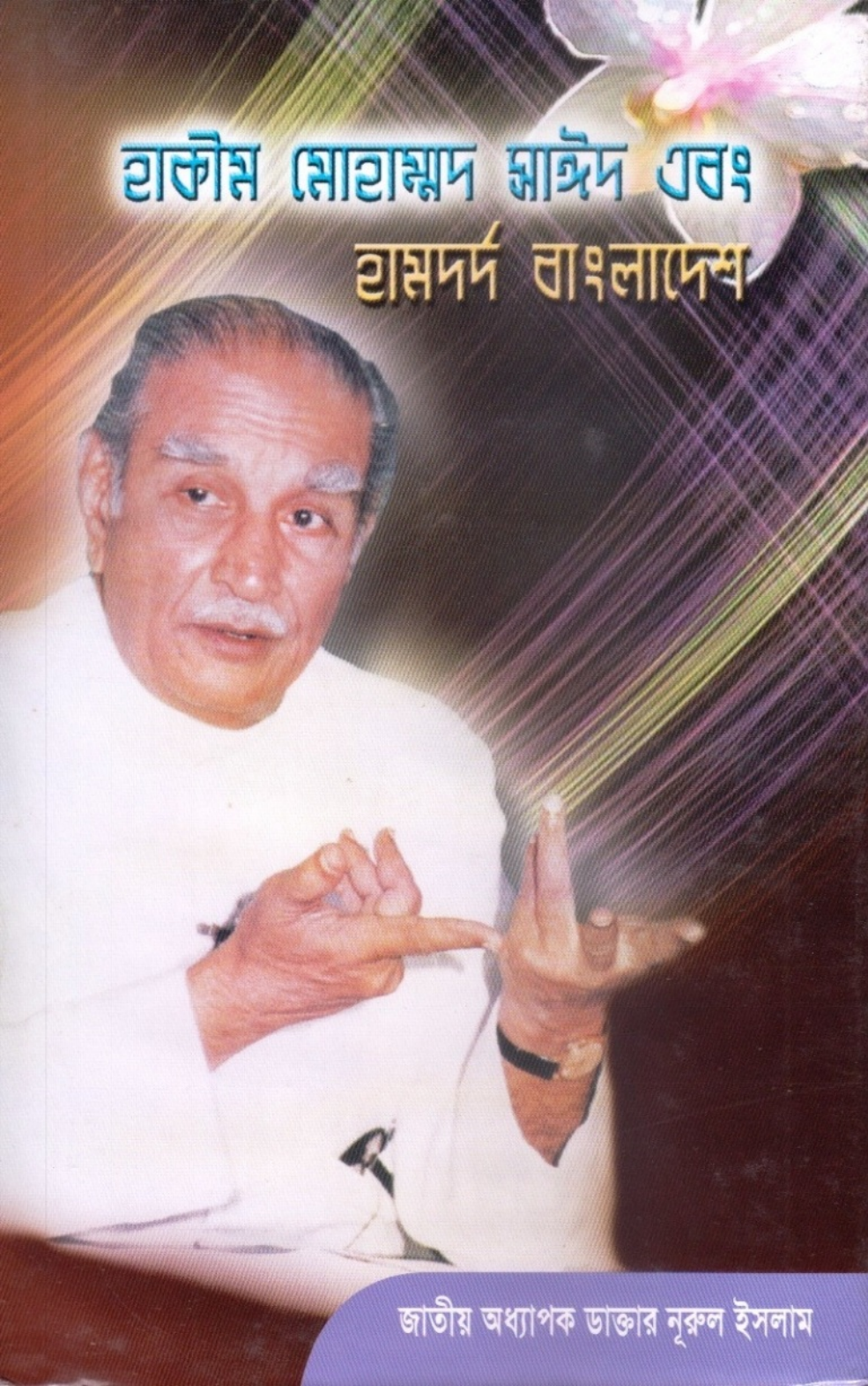

জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার নূরুল ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Holding the Hand of Humanity

Hamdard

Hamdard Foundation Bangladesh

www.pathagar.com

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ
এবং
হামদর্দ বাংলাদেশ

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম

www.pathagar.com

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ
এবং
হামদর্দ বাংলাদেশ

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম

www.pathagar.com

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এবং হামদর্দ বাংলাদেশ

জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার নূরুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ :

জুন-২০০১ ইং
আষাঢ় -১৪০৮ বাং
রবিঃ আউয়াল -১৪২২ হিঃ

প্রকাশনায় :

হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
হামদর্দ ভবন, ২৯১/১ সোনারগাঁও রোড
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯৬৬৫৯৬৫-৬, ৮৬২৭০০৩, ৮৬২৫১৯৪

মুদ্রণ :

তাজ কমিউনিকেশন
ফ্ল্যাট এ-৭, আজিজ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি
৭২ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯৩৪৫৩৮৫, ৯৩৪৬২২৩

শুভেচ্ছা মূল্য :

৮০ টাকা মাত্র

Hakim Mohmmed Said and Hamdard Bangladesh-by National professor Dr. Nurul Islam. Published-by Hamdard Faundation Bangladesh

www.pathagar.com

হামদর্দ ফাউন্ডেশনের
প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বাণী

১৯৫৩ সনে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ প্রথম বাংলাদেশে আসেন। তিনি ঢাকা এবং চট্রগ্রামে চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন চিকিৎসা সেবা। প্রতিমাসে শামে-হামদর্দ (হামদর্দ সন্ধ্যা) নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন। নিমন্ত্রিত হতেন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তখন থেকেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। তিনি যখনই আসতেন অবশ্যই আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। তার বুকে মানুষের জন্য যে ভালবাসা ছিল, মানব সেবার যে আবেগ ছিল তা আমায় অবিভূত করেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম যখন তিনি বাংলাদেশে এলেন আমি দেখা করেছিলাম। তাঁর সাথে ছিল আমার ব্যক্তিগত নিবিড় সম্পর্ক। হামদর্দ বাংলাদেশের তখন করুণ অবস্থা। কিন্তু তিনি নিরাশ হননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল বাংলাদেশ হামদর্দ একদিন মানব কল্যাণে প্রশংসিত অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালীদের জন্য ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। তিনি বার বার এখানে ছুটে এসছেন। হামদর্দ এর উন্নয়ন এবং অগ্রগতির ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। হামদর্দ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভুঁইয়া দুরদর্শীতা এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর পরামর্শ কাজে লাগিয়েছেন। আজ বাংলাদেশ হামদর্দ একটি স্বনামধন্য সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান।
হাকীম সাঈদ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রসা, আধুনিক কারখানা, হাসপাতাল, বিজ্ঞান গবেষণাগার এবং ওষুধী গাছ-গাছড়ার বাগান সমন্বয়ে বাংলাদেশ হামদর্দ এর জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান নগর প্রকল্প ঘোষনা করেছেন। বাংলাদেশ হামদর্দ এ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সোনারগাও উপজেলার মেঘনার তীরে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ শুরু হয়েছে।

হাকীম সাঈদের বাংলাদেশ সফরের উপর ভিত্তি করে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম তথ্যবহুল এ বইটি লিখেছেন। আমার বিশ্বাস, এটি শুধু হামদর্দ কর্মীদেরই নয় বরং প্রতিটি মানুষের অনুপ্ররেণার উৎস হয়ে থাকবে।

ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান

www.pathagar.com

হামদর্দ ফাউন্ডেশনের
মহাসচিবের শুভেচ্ছা বাণী

বিংশ শতকের অবিসংবাদিত বিজ্ঞানী শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ। যার ছোঁয়ায় সমগ্র বিশ্বে নতুন প্রাণ পেয়েছে গ্রীকো-এরাবিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। ১৯৫৩ সালে দুটি চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশ হামদর্দ-এর শুভ সুচনা করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি আর পেছনে ফিরে তাকাননি। হামদর্দ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী হিসেবে তাঁর সাথে ছিল আমার গভীর হৃদ্যতা। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। বাংলাদেশে ইউনানী চিকিৎসার উন্নয়ন এবং জনসেবায় আত্মনিবেদনের অনুপ্রেরণা আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি ছিলেন আমার মুরব্বী, আমার শিক্ষাগুরু। বাংলাদেশ হামদর্দ এর জন্য তার হৃদয়ে ছিল অন্তহীন ভালবাসা। তিনি হামদর্দ বাংলাদেশ থেকে কখনও কিছু গ্রহণ করেননি। হয়ত এজন্যই বাংলাদেশের মানুষের কাছে তিনি এত গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। তিনি বার বার ছুটে এসেছেন এদেশের মানুষের হৃদয়-এর আকর্ষণে। হামদর্দ এর উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন। যুগিয়েছেন অনুপ্রেরণা। বাংলাদেশ হামদর্দ এর জন্য তিনি ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার প্রকল্প ঘোষনা করেছিলেন। আমাকে বলতেন, ইউছুফ হারুণ ভূঁইয়া সাহেব, আপনার নেতৃত্বেই এখানে বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠিত হবে। হাকীম সাঈদের সে বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা নিয়ে বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। তিনি যতবার এসেছেন, দেখা করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট্য ব্যক্তিদের সাথে। প্রাচ্য চিকিৎসা, হামদর্দ এবং জনসেবার বিষয় কথা বলেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইউনানী তথা হার্বাল চিকিৎসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীগণ এ চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে।

হাকীম সাঈদের শেষ ইচ্ছে ছিল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসার মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। এলক্ষ্যে তিনি অনেক কাজ করেছেন। বাংলাদেশে আধুনিক চিকিৎসক সহ সর্বমহলে হামদর্দ এর তৈরি ওষুধের গ্রহণযোগ্যতা দেখে সমন্বিত চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর- দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল।

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী, চট্রগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর, হামদর্দ ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্ট্রিজ বাংলাদেশ-এর ভাইস চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম হাকীম সাঈদের বাংলাদেশ সফরের উপর ভিত্তি করে এ গ্রন্থটি লিখেছেন। গ্রন্থটি শুধু হামদর্দ কর্মীদের জন্যই নয় বরং এদেশের সকল মানুষের জন্যই প্রয়োজন। একটি মূল্যবান দলিল উপহার দেয়ার জন্য হামদর্দ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশাকরি গ্রন্থটি বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানেও সমান ভাবে সমাদৃত হবে।

হাকীম মোহাম্মদ ইউছুফ হারুণ ভূঁইয়া

www.pathagar.com

লেখকের কথা

হামদর্দ উপমহাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। হামদর্দ এর প্রতিষ্ঠাতা হাকীম আবদুল মজিদ-এর কনিষ্ঠ পুত্র হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ১৯৫৩ সালে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে দুইটি চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে হামদর্দ এর শুভ সূচনা করেন। তখন এখানে হামদর্দ এর নিজস্ব কোন কারখানা ছিল না। স্বাধীনতার পর হামদর্দ বাংলাদেশে নিজস্ব কারখানা প্রতিষ্ঠা করে।

হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে ১৯৮৬ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার সম্পর্ক গভীর হয়। পরিচিত হই হাকীম মোঃ সাঈদের সাথে। চমৎকার মানুষ। অমায়িক এবং দূরদর্শী। হামদর্দ এর সাথে সম্পর্কের কারনে তাঁকে খুব নিকট থেকে দেখেছি।

তিনি বাংলাদেশে এসেছেন, ভালবেসেছেন বাংলাদেশের মানুষকে। আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসা দিয়েছেন। দিয়েছেন পরামর্শ। তার বাংলাদেশ সফরের উপর ভিত্তি করেই আমাদের এ আয়োজন। হাকীম সাঈদ চাইতেন, ভারত এবং পাকিস্তান হামদর্দ-এর মত বাংলাদেশ হামদর্দ ও শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখুক। এজন্য তিনি বাংলাদেশে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন।

হামদর্দ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির সম্মানিত সদস্যদের সহযোগিতায় তার সুযোগ্য সহকর্মী পরিচালক বিপণন জনাব রফিকুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মীদেরকে সাথে নিয়ে বর্তমানে হামদর্দকে সুদৃঢ় অবস্থানে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এ বইটিতে রয়েছে অনেক তথ্য এবং ছবি। বাংলাদেশ হামদর্দে হাকীম সাঈদের অবদান সম্পর্কে মানুষের ধারনা আরও স্পষ্ট হবে। সর্বোপরি বইটি অমূল্য দলীল হিসেবে ইতিহাসের নিরব সাক্ষী হয়ে যুগযুগ ধরে সত্য উদ্‌ঘাটন করবে। হামদর্দ-এর আন্তরিক চেষ্টার মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হবে এবং চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম
ভাইস চেয়ারম্যান
বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, হামদর্দ বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়। এ বিশ্বাসের বলে বলীয়ান শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ দেশ কাল অতিক্রম করে মানবসেবায় আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। তারই উজ্জ্বল দলিল শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ও হামদর্দ বাংলাদেশ গ্রন্থখানি। বাংলাদেশের মানুষকে ভালবেসে এদেশে হামদর্দ প্রতিষ্ঠা করে এর উন্নতির মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা ও আর্ত মানবতার সেবার ক্ষেত্রে তিনি কি বিশাল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারই বিবরণ সুন্দর প্রাণোজ্জ্বল ভাষায় বর্নিত হয়েছে গ্রন্থখানিতে। দেশ কাল অতিক্রম্য এই মনিষী বাংলাদেশের মানুষকে ভালবেসে বার বার ছুটে এসেছেন এদেশে। প্রতিবারই হামদর্দের উত্তরোত্তর উন্নয়ন বিষয়ে বাংলাদেশ হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়াকে সুপরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে এবং হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ হামদর্দ বর্তমানে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম বাংলাদেশ হামদর্দকে ঘিরে শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সফর ও কার্যক্রমসমূহ একটি অমূল্য দলিল হিসাবে গ্রন্থে রূপায়িত করেছেন।

আমরা গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছি। গ্রন্থটি পড়ে বাংলাদেশ হামদর্দ সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা আরো স্বচ্ছ হবে এবং এটি ইতিহাসে কালের সাক্ষী হয়ে বিরাজমান থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বইটির প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

অধ্যাপিকা শিরী ফরহাদ
পরিচালক, হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ও
পরিচালক প্রশাসন
হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ

www.pathagar.com

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এবং হামদর্দ বাংলাদেশ

মানবদরদী শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ একজন বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সমাজসেবক ও সংগঠকসহ নানাবিধ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী হাকীম আব্দুল মজিদ হার্বাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ মানব সেবার মহান উদ্দেশ্যে ১লা আগষ্ট ১৯০৬ সালে ভারতের দিল্লীতে হামদর্দ প্রতিষ্ঠা করেন। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ৯ই জানুয়ারী ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের মাত্র আড়াই বছর ব্যবধানে পিতা হাকীম আব্দুল মজিদকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা হাকীম আব্দুল হামিদ ভারত হামদর্দ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং উভয় ভ্রাতা পিতার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে ভারত হামদর্দসহ তাঁদের সমস্ত সম্পদ জনকল্যাণে ওয়াক্‌ফ করে দেন।

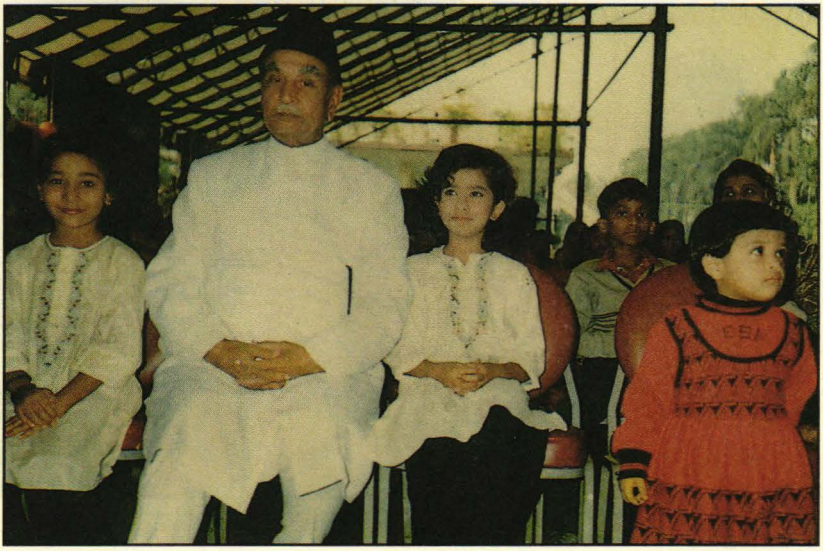

৯ জানুয়ারী ১৯৯৪ ইং বাংলাদেশে নিজ জন্মদিনে শিশুদের মাঝে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ

ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ পাকিস্তানে গমনপূর্বক করাচীর নাজিমাবাদে ২৮শে জুন, ১৯৪৮ সনে হামদর্দ পাকিস্তানের গোড়াপত্তনসহ পৃথকভাবে পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশের মানুষকে ভালবাসতেন প্রাণভরে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের গরীব-দুঃখী-অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন মানুষ, শিশু-কিশোর, রিক্সাওয়ালা ও ঠেলাগাড়ীওয়ালার মতো পরিশ্রমী মানুষ, এদের প্রতি ছিল তাঁর অন্তহীন দরদ। এরকম দরদী মনের অধিকারী হাকীম

www.pathagar.com

মোহাম্মদ সাঈদ দেশের অধিকাংশ জনগণ অধ্যুষিত পূর্ব এলাকাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণের চিকিৎসার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'টি চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে হামদর্দের শুভ সূচনা করেন। চট্টগ্রামের ১৯, আইস ফ্যাক্টরী রোডে এবং ঢাকায় রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকা ষ্টেডিয়াম গেটের বিপরীতে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ-এ হামদর্দের চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র চালু করেন। ঢাকার কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ কতখানি কর্মঠ ও করিৎকর্মা ছিলেন এবং বাংলার জাতীয় নেতারাও তাঁর প্রতিভার প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ থেকেই।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হামদর্দকে ১৯৬৪ সালে তিনি মানবকল্যাণে 'ওয়াক্‌ফ' করে দেন। 'ওয়াক্‌ফ' অর্থ আল্লাহর নামে জনগণের জন্য উৎসর্গ করা।

৯৮ এর বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট চেক হস্তান্তর করছেন হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, হামদর্দ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এবং হামদর্দ-এর বর্তমান পরিচালক প্রশাসন ও হামদর্দ ফাউন্ডেশনের পরিচালক অধ্যাপিকা শিরী ফরহাদ।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই ১৯৭২ সালে হামদর্দ বাংলাদেশ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁওয়ে নিজস্ব ওষুধ কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। কারখানার উদ্বোধন করেন তদানীন্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদের স্পীকার মরহুম আব্দুল মালেক উকিল।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে হামদর্দের কার্যক্রমের সূচনা সম্পর্কে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ তাঁর 'সাঈদ সাইয়াহ্ ঢাকা-মে' (পর্যটক সাঈদ ঢাকায়) নামক ছোটদের জন্য লিখিত

www.pathagar.com

বইতে উল্লেখ করেন, আমি পশ্চিম পাকিস্তানে হামদর্দকে সুসংহত করার পর পরই ঢাকায় এবং চট্টগ্রামে হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করি। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের চিকিৎসার পাশাপাশি এখানকার হাকীমদেরকে উপার্জন ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করা এবং হামদর্দের এখানকার কার্যক্রমে বাঙ্গালী কর্মচারীদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা।
বহুবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ হামদর্দ লোকসান দিতে থাকে। এতে তিনি হতোদ্যম হননি। বরঞ্চ তিনি এখানে হামদর্দের কর্মপ্রবাহের গতি সম্প্রসারণ করেন। তাঁর সৌভাগ্য যে, তিনি মাদ্রাজের সাইয়েদ গউছ মক্কী এবং পাটনার করীম খাঁর মতো দু'জন অতি বিশ্বস্ত কর্মকর্তাকে সহকর্মী রূপে পেয়ে যান যাঁরা এখানে হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে মাসে তিনদিন ঢাকা এসে সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত অবিরাম চিকিৎসা-সেবার মাধ্যমে রোগীদের খেদমত করতেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত, বছরের পর বছর তিনি এ খেদমত চালিয়ে গেছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে অর্জিত সমস্ত অর্থই তিনি এখানে নিয়োগ করেছেন, একটি পয়সাও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাননি। আর এজন্যই তিনি বাঙ্গালীদের অন্তহীন ভালবাসা পেয়েছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ সরকারের ওয়াক্ফ প্রশাসনে হামদর্দ বাংলাদেশকে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান হিসাবে তালিকাভূক্তিসহ বাংলাদেশ হামদর্দের দায়িত্ব তাঁদের হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি দেন। যার ই.সি.নং-১৫৩৪৯। কিন্তু হামদর্দের তৎকালীন কর্তৃপক্ষের অদক্ষ পরিচালনা, সততা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার অভাবে হামদর্দে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়াসহ ১৯৭২-১৯৭৭ সন পর্যন্ত লোকসান দিতে দিতে এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে পুঁজির চেয়ে ১০ গুণ দায়-দেনা নিয়ে হামদর্দের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোহাম্মদ ইউছুফ হারুণ ভূঁইয়ার হাতে নেতৃত্ব অর্পণ হওয়ার পর এর ক্রমোন্নয়নের ধারা সূচিত হয়। বর্তমানে হামদর্দ বাংলাদেশ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপ লাভ করেছে।
হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ১২ই জুন ১৯৭৯ ইং সর্বপ্রথম হামদর্দের উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। সেদিন ঢাকা বিমান বন্দরে হাকীম সাঈদ কে স্বাগত জানিয়েছেন অনেক বাংলাদেশী জনতা। এর কারণ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলার মানুষকে দিয়েছেন অফুরন্ত ভালবাসা। তাদের রোগ-শোক ও কষ্টকে নিজের মনে করে নিরলস সেবা দিয়েছেন। এই ভালবাসা ও সেবার প্রতিদানের ধ্বনি প্রতিফলিত হয়েছে সেদিন সেসকল জনতার কণ্ঠে।

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে এসে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এখানকার হামদর্দের সম্পদ তার নিজের সম্পদ নয়, এটা বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ। বাংলাদেশ চাইলে হামদর্দের উন্নয়নে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের ওয়াক্ফ প্রশাসনকে জানিয়ে দেন-

www.pathagar.com

- তারা যেন হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ কায়েম করেন
- হামদর্দ-এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করেন
- হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ড স্বাধীনভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে,

উক্ত শর্তগুলি সরকার মেনে নিলে তিনি হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। গোপন তথ্যাদির সবকিছু (ওষুধ প্রস্তুত সংক্রান্ত) সরবরাহ করবেন এবং একটি শিল্পরূপে একে গড়ে তুলতে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ-এর সফর উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশ টেলিভিশন, রেডিও, পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে প্রচারিত হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর ভালবাসা মূল্যায়ন করে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং হামদর্দ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিধি প্রণয়ন ও অনুমোদনের মাধ্যমে দেশের স্বনামধন্য জ্ঞানী-গুণীজন যারা দেশের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন ৯ জন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সরকার কর্তৃক প্রথম হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ড ১৭-১২-৮৬ ইং তারিখে গঠিত হয়।

- বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.এফ.এম. আহসান উদ্দীন চৌধুরী হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ডের সর্বপ্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

- আমি ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই।

- হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ কে ওয়াকিফ মোতাওয়াল্লী ও ট্রাষ্টি বোর্ডের উপদেষ্টা ও সদস্যের মর্যাদা দান করা হয়।

- হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর পরামর্শক্রমে হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর সমুদয় আয় ও রয়্যালিটি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হামদর্দ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কল্যাণমূলক কাজে যথানিয়মে ব্যয় হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ-এর বর্তমান ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্মানিত উপদেষ্টা ও সদস্য বৃন্দ

নাম		পদবী
❖ বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.এফ.এম. আহ্‌সান উদ্দীন চৌধুরী	-	প্রধান উপদেষ্টা
❖ শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ-এর ইন্তেকালের পর তদস্থলে তাঁর কন্যা মোহতারামা সাদিয়া রাশেদ	-	ওয়াকিফ মোতাওয়াল্লীয়া ও উপদেষ্টা সদস্য
❖ ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান	-	চেয়ারম্যান
❖ জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর, ইউ.এস.টি.সি	-	ভাইস-চেয়ারম্যান
❖ জাতীয় ওষুধ নীতির অন্যতম প্রণেতা ডঃ হুমায়ুন কে.এম.এ. হাই- ওষুধ বিষয়ক উপদেষ্টা, বিশ্ব ব্যাংক, ঢাকা		সদস্য
❖ এ্যাডভোকেট আ.ন.ম গাজিউল হক ভাষা সৈনিক	-	সদস্য
❖ অধ্যাপক ডঃ এম মশিহুজ্জামান চেয়ারম্যান বি, সি, এস, আই, আর		সদস্য

বাংলাদেশ হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ড-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ (বাম থেকে) খন্দকার আবুল বাশার, ডঃ এম. মশিহুজ্জামান, ডঃ হুমায়ুন কে.এম.এ. হাই, ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, এম.এ. কাশেম, অধ্যাপক ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান, হাকীম মোহাম্মদ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, এ্যাডভোকেট আ.ন.ম. গাজীউল হক

www.pathagar.com

- ❖ অধ্যাপক ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান - সদস্য
  সাবেক পরিচালক, ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তর, ঢাকা ও
  ডীন ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- ❖ জনাব এম.এ. কাশেম - সদস্য
  সাবেক প্রেসিডেন্ট, এফ.বি.সি.সি.আই. ঢাকা ও
  চেয়ারম্যান, সাউথ ইষ্ট ব্যাংক, ঢাকা
- ❖ জনাব খন্দকার আবুল বাশার - সদস্য
  উপ-ওয়াক্ফ প্রশাসক
- ❖ আলহাজ্ব হাকীম মোহাম্মদ ইউছুফ হারুণ ভূঁইয়া- সদস্য-সচিব
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ

হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, উপদেশ ও দিক নির্দেশনায় বর্তমান প্রশাসন অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যোগ্যতার সাথে হামদর্দকে এগিয়ে নিয়ে চলছে।
হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ এবং হামদর্দ পাকিস্তান ও ভারত-এর তিনঘন্টা ব্যাপী এক যৌথ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হামদর্দ বাংলাদেশ এখন থেকে হামদর্দ পাকিস্তান ও হামদর্দ ইন্ডিয়ার প্রযুক্তি, ফর্মুলা অনুযায়ী সকল ওষুধ তৈরি করবে, এমনকি গেটআপ ও প্যাকিং পর্যন্ত অনুসরণ করবে।

- ❖ ওষুধ শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ঢাকার উপকণ্ঠে জমি ক্রয় করা হবে। এর ফয়সালা স্বয়ং হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ উপস্থিত থেকে করবেন।

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর বর্তমান পরিচালনা পরিষদ (বাম থেকে) মোঃ গোলাম নবী, অধ্যাপিকা শিরী ফরহাদ, রফিকুল ইসলাম, হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, কাজী মনসুর-উল-হক এবং মোঃ আনিসুল হক

www.pathagar.com

- হামদর্দ পাকিস্তানের কারখানায় প্রস্তুতিকরণ মূল্যে তাদের সমস্ত ওষুধপত্র ও তাদের শিল্পজাত দ্রব্যাদি হামদর্দ বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে, যাতে করে মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

- হামদর্দ বাংলাদেশকে এখন থেকে আরো ব্যাপক জনকল্যাণমূলক তৎপরতা শুরু করতে হবে এবং একটি মদীনাত-আল-হিকমাত বা বিজ্ঞান নগরীর গোড়াপত্তন করতে হবে।

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ-এর বর্তমান পরিচালনা পরিষদ

- হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া - ব্যবস্থাপনা পরিচালক
  প্রখ্যাত ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানী
- রফিকুল ইসলাম - পরিচালক মার্কেটিং
  বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী
- কাজী মনসুর-উল-হক - পরিচালক তথ্য ও জনসংযোগ
- মোঃ আনিসুল হক - পরিচালক অর্থ ও হিসাব
- অধ্যাপিকা শিরী ফরহাদ - পরিচালক প্রশাসন
- মোঃ গোলাম নবী - পরিচালক উৎপাদন

১৯৮৮ইং সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান হামদর্দের আমন্ত্রণে সর্বজনাব বিচারপতি এ.এফ.এম. আহসান উদ্দিন চৌধুরী, হাকীম হাফেজ আজীজুল ইসলাম এবং হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুণ ভূঁইয়া সমন্বয়ে একটি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল করাচীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ওয়াকফ ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান গমন করেন। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন বিচারপতি এ.এফ.এম. আহসান উদ্দীন চৌধুরী। বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের বিধিমালা এবং হামদর্দ বাংলাদেশের সে সময়ের অবস্থাসহ ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতি আলোকপাত করেন। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে দু'দেশের ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্যদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উভয় হামদর্দের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ, দু'দেশের ওষুধের একই মান নির্ধারণ এবং দু'দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।

ওয়াকীফ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান হামদর্দের যা কিছু বাংলাদেশে রয়েছে তা বাংলাদেশ হামদর্দে দিয়ে দেয়া হল। সাথে সাথে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের নিজস্ব ট্রেডমার্ক ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতেরও অনুমতি দেয়া হয়। এসবের দ্বারা বাংলাদেশের জনগণ যদি উপকৃত হয়, তবে তাঁরা খুশী হবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

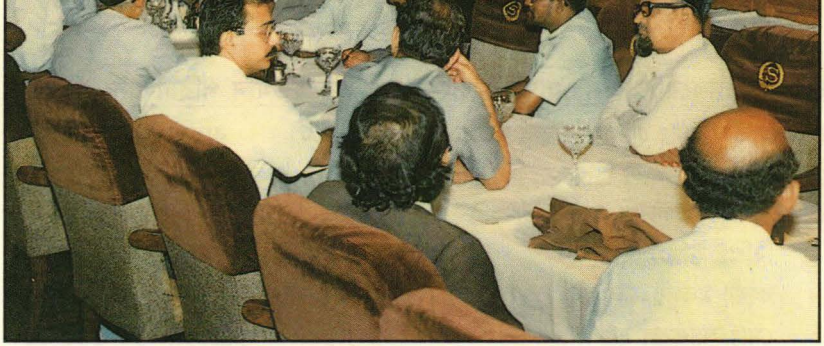

১৯৮৮ সালে হাকীম সাঈদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ড-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি এ, এফ, এম, আহসান উদ্দিন চৌধুরী

বিচারপতি এ.এফ.এম. আহসান উদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের পরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বিচারপতি এ.এফ.এম আহসান উদ্দীন চৌধুরী-এর সম্মানে এক ভোজ সভার আয়োজন করেন।

বিচারপতি এ.এফ.এম আহসান উদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান, প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সাথে সাক্ষাৎ ও ভোজ সভায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রমের বিষয়ে পাকিস্তানের রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে প্রচারিত হয়েছে।

পাকিস্তান সফর শেষে বিচারপতি এ.এফ.এম. আহসান উদ্দীন চৌধুরী এবং হাকীম হাফেজ আজীজুল ইসলাম দেশে ফিরে আসেন। হামদর্দ বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুণ ভূঁইয়া ভারত হামদর্দ সফরের জন্য পাকিস্তান হতে দিল্লী গমন করেন। তিনি সেখানে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়, ভারত হামদর্দের ওষুধ তৈরির পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন। দু'দিন দিল্লীতে অবস্থান করে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

বাংলাদেশ হামদর্দের প্রতিনিধিদের এই সফরের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হামদর্দ এর

www.pathagar.com

উন্নতি, ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ও সেবা কার্যক্রমকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮৮ সালের ৮ই নভেম্বর হাকীম সাঈদ স্বাধীনতার পর দ্বিতীয়বারের মত তিন দিনের জন্য বাংলাদেশ সফরে আসেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন পাকিস্তান হামদর্দের তৎকালীন পরিচালক উৎপাদন, বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ নোভায়েদ উল জাফর এবং পরিচালক, তথ্য ও জণসংযোগ জনাব আলী হাসান। বিমান বন্দরে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি এ.এফ.এম. আহসান উদ্দীন চৌধুরী, ভাইস- চেয়ারম্যান হিসেবে আমি এবং হামদর্দ বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাংলাদেশ হামদর্দ ৮ই নভেম্বর হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর সম্মানে হোটেল শেরাটনে একটি নৈশভোজ সভার আয়োজন করে। সভায় হাকীম, ডাক্তার, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবি, কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের অপূর্ব সমাবেশ ঘটে। এই সভায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন - বিচারপতি এ. এফ. এম. আহসান উদ্দীন চৌধুরী, আমি, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, ওয়াক্ফ প্রশাসকসহ হামদর্দ বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

ঢাকায় অবস্থানকালে মুহ্তারাম হাকীম মোঃ সাঈদ হামদর্দ বাংলাদেশ- এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ ইউনানী- আয়ুর্বেদিক বোর্ডের চেয়ারম্যান, ওয়াক্ফ প্রশাসক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতকারে মিলিত হন।

১০ই নভেম্বর '৮৮ মুহ্তারাম হাকীম সাঈদ হামদর্দ বাংলাদেশ এর কারখানা পরিদর্শন করেন। তিনি শ্রমিক কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে হামদর্দের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে জনসেবার লক্ষ্যে সকলকে দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাবার ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করার আহ্বান জানান।

ঐদিন ঢাকা ত্যাগের পূর্বে মুহতারাম হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এবং বাংলাদেশ হামদর্দের ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিচারপতি এ.এফ,এম. আহসান উদ্দীন চৌধুরীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিশেষতঃ বাংলাদেশ হামদর্দকে পাকিস্তান হামদর্দ এর ওষুধ উৎপাদন বিষয়ক তথ্য, উপাত্ত ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ সফরকালীন সেমিনার, নৈশভোজ, হামদর্দ

www.pathagar.com

১৯৮৮ সালের ১০ নভেম্বর হামদর্দ পাকিস্তান এবং হামদর্দ বাংলাদেশ-এর পারস্পরিক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন হাকীম মোঃ সাঈদ এবং বিচারপতি এ, এফ, এম, আহসান উদ্দিন চৌধুরী

ট্রাষ্টির্বোডের সভায় অংশগ্রহণ, মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, স্পীকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতকারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশ টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

২৩ জুন ১৯৯৩ ইং হাকীম সাঈদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন, পাশে বাংলাদেশ হামদর্দ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা এবং বক্ষব্যাধি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র মহাখালী ঢাকার সহযোগিতায় বি.সি.এস.আই.আর.-এর গবেষণাগারে বাংলাদেশী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি উদ্ভিদের উপর কিছু উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক, জৈব চিকিৎসা ও ঔষধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা হয়েছে। বি.সি.এস.আই.আর.-এর গবেষণাগারে গবেষণায় প্রাপ্য ফলাফলের ভিত্তিতে দেশীয় ঔষধি উদ্ভিদ থেকে ঔষধ তৈরির পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এভাবে কাঁচা রসুন থেকে গার্লিক অয়েল, গার্লিকপার্ল ও গার্লিক ট্যাবলেট, স্বর্পগন্ধা থেকে রিসারপাইন, দারুহরিদ্রা থেকে বারবেরাইন হাইড্রোক্লোরাইড, ধুতরা থেকে স্কোপোলেমাইট, হাইড্রোক্লোরাইড ও হাইড্রোব্রোমাইড প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, এই সব প্রক্রিয়াগুলো বাজারজাতকরণের জন্য উদ্যোক্তাদের কোন সুযোগ কর্তৃপক্ষ দিচ্ছেনা। যদি দেশীয় গাছ থেকে উদ্ভাবিত এসব দেশীয় প্রযুক্তিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া না হয়, তবে ভেষজ ঔষধের উন্নতি এবং দেশে এর বিস্তার সম্ভব হবেনা। এর অর্থ বাংলাদেশের উন্নতির পথে একধাপ পিছিয়ে পড়া। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, গবেষণাগারে উন্নীত যথাযথ দেশীয় প্রযুক্তির ভিত্তিতে ঔষধি গাছ থেকে ঔষধ তৈরি করার পদ্ধতি বাজারজাতকরণের দিকে কর্তৃপক্ষ কোন মনোযোগ দিচ্ছে না।

সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে ভেষজ ঔষধ এবং এলোপ্যাথিক ঔষধের মধ্যে সমন্বয় সাধন অতি জরুরী। এটা করতে হলে অবশ্যই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্বের ভিত্তিতে শিল্পপতিদের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে যাতে করে ওষুধি গাছ থেকে ওষুধ নির্মাণের প্রক্রিয়ার বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব হয়ে উঠে। কিন্তু এদেশের অবস্থাটা একবারে উল্টো।
ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে নির্দেশ সম্বলিত বৃটিশ তালিকায় ৬৬টি ভেষজ ওষুধের বর্ণনা রয়েছে। এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত তালিকায় আরও অসংখ্য ভেষজ ঔষধের বর্ণনা রয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের ওষুধ বিজ্ঞানীরা মনে করেন বাংলাদেশে প্রস্তুত ভেষজ ঔষধের বিবরণ বি.পি, বা আই.পি.-তে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে তাদের বসে থাকা উচিৎ নয়। তারা এই মত পোষণ করেন যে, এগুলো তাদের নিজস্ব সম্পত্তি এবং এগুলোকে ঔষধ প্রস্তুত করার প্রণালী সম্বন্ধে নির্দেশ সম্বলিত বাংলাদেশী পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা দরকার। তারা নিজেদের যা আছে তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, এমনকি সাধারণ প্রযুক্তি পর্যন্ত বিদেশের কাছ থেকে ধার করতে যাবেন।

বাংলাদেশের বি.সি.এস.আই.আর-এর গবেষণাগারে অনেকগুলো ঔষধি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। যেসব উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ কচু, বেল, রসুন, ছাতিম, থানকুনি, কুইনাইন, তেলাকুচা, দারুহরিদ্রা,

www.pathagar.com

শহীদ হাকীম মোঃ সাঈদ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উন্নয়নের ব্যাপারেও তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনা করতেন।

১৯৯৫ সালে জাপানের সিবাতে অনুষ্ঠিত "স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার" ১৫তম বিশ্ব সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের ভেষজ চিকিৎসার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পদ্ধতিতে ভেষজ ঔষধের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন- "বাংলাদেশের লোক সংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ আধুনিক ওষুধ ব্যবহার করে। বাকীদের মধ্যে ২০-২৫ ভাগ ভেষজ ঔষধের আওতায় পড়ে বলে ধরে নেয়া যায়। এ দেশে ঔষধের পিছনে মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১০-১২ টাকা এবং এই চিত্র পৃথিবীর নিম্নতম চিত্রগুলির মধ্যে একটি। ভেষজ ঔষধ এই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে এবং জনগণের ঔষধ সরবরাহের ধরা ছোঁয়ার একটা যোগ্য উপায় হতে পারে।

"যেহেতু শুধুমাত্র পল্লী এলাকাতেই কেবল বেশীরভাগ মানুষ ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করে এবং এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিকাংশই খুব কম শিক্ষিত। এলোপ্যাথিক ঔষধের পরিপূরক হিসেবে ভেষজ ঔষধের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে ভেষজ ঔষধের উন্নতি সাধন করে শিক্ষিত লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।

এ ব্যাপারে হামদর্দ বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন- "Hamdard Bangladesh has started training programmes for merketing finely prepared compound medication and it is appreciable that their herbal drugs are being prescribed by the traditional Unani practitioners as well as by the allopathic doctors."

বাংলাদেশ যেহেতু একটি গরীব দেশ তাই এই দেশটি ঔষধ তৈরি, ঔষধের কাঁচামাল যেমন- ঔষধি উদ্ভিদ, লতাপাতা ইত্যাদি আমদানীর পিছনে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপক অংশ ব্যয় করার সামর্থ্য রাখে না। এদেশকে নিজস্ব প্রযুক্তিগত ভিত তৈরি করতে হবে। যাতে করে এর নিজস্ব উৎস থেকে বিশেষতঃ দেশীয় ঔষধি উদ্ভিদ থেকে ঔষধ উৎপাদন সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ভেষজ ঔষধের গবেষণা ও উন্নতি সাধন অপরিহার্য। চীন, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, থাইল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র এ কাজ অনেক আগেই শুরু করেছে।

এই সকল দেশে ঔষধ রসায়ন (Pharmaceutical chemistry), ঔষধ বিদ্যা (Pharmacology) বিষবিজ্ঞান (Toxicology) এবং ফার্মাকগ-নসীর (Pharmacognosy), আধুনিক জ্ঞান প্রয়োগ করে ভেষজ ঔষধের উন্নতি সাধন করে এলোপ্যাথিক ঔষধের প্রায় সমকক্ষে নিয়ে এসেছে। এর ফলে তারা আধুনিক ঔষধের উপর নির্ভরতা কমাতে অনেকাংশে সফল হয়েছে।

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের সাথে তাঁর মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, মানুষ যখন ঈমানদারী, আন্তরিকতা, একনিষ্ঠভাবে কোন কাজের চেষ্টা করে, অবশ্যই আল্লাহ তা সফল করেন। দেশজ চিকিৎসা এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে হামদর্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হামদর্দের প্রচেষ্টার পিছনে একাগ্রতা ছিল বলে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ হামদর্দ এ পযার্য়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা সবসময় প্রাথমিক শিক্ষাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া উচ্চশিক্ষা সম্ভব নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হলেই যে কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে। বেশীরভাগ মানুষকে নিরক্ষর রেখে জাতীয় উন্নয়নের আশা করা যায় না। ভারত এবং পাকিস্তান হামদর্দ এ উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। হামদর্দ বাংলাদেশও অনুরূপ বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

হামদর্দ মানুষের মৌলিক চাহিদা শিক্ষা এবং চিকিৎসা-সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত দেশের হাকীম, ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টি না হবে, ততদিন পর্যন্ত চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে কাঙ্খিত অবদান রাখা সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন হাকীম, ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীদের সমন্বিত প্রয়াস।

সেমিনারে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, অরল্যান্ডের আর্ন্তজাতিক সেমিনারে আমি প্রমাণ করেছি, হার্বাল মেডিসিন এখন বিশ্বজনীন। বাংলাদেশ হার্বাল মেডিসিনের উন্নয়নে যে ভুমিকা পালন করেছে, তা প্রশংসার দাবীদার। আমার বিশ্বাস চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। কারণ আপনাদের মত স্বনামধন্য বিজ্ঞানী এবং ডাক্তারগণ এ লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করছেন।

হামদর্দ বাংলাদেশ বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়ন করতে হলে আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, সে সহযোগিতা আপনারা করে যাচ্ছেন। দেশে গণমানুষের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের হাকীম, ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীদের এ সম্মিলিত তৎপরতা গোটা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

২৫শে ডিসেম্বর'৯৭ হাকীম সাহেব বাংলাদেশ হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ-এর সদস্যবৃন্দ এবং হামদর্দের পরিচালকবৃন্দের সাথে হামদর্দের উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হন। সভা শেষে তিনি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এটাই ছিল হামদর্দ বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান অভিমুখে তাঁর শেষ যাত্রা। এরপর আর বাংলাদেশ হামদর্দকে উজ্জীবিত করার সুযোগ তাঁর হয়নি।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ-এর বাংলাদেশে সফরকালীন সময়ে হামদর্দের বার্ষিক সম্মেলন, সেমিনার, বোর্ড অব ট্রাষ্টির সভা, ভোজ সভায় অংশগ্রহণ, মন্ত্রীবর্গসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতকারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশ টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

www.pathagar.com

হাকীম সাঈদকে পাঁচশত কোটি টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান নগরে প্রস্তাবিত প্রকল্প দেখাচ্ছেন হামদর্দ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

হাকীম সাহেবের পক্ষে মূল বক্তব্য পেশ করেন হামদর্দ পাকিস্তান-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস এল. এ ডি'সিলভা। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন ইউছুফ। বিশেষ অতিথি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ -এর মহাসচিব হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভুঁইয়া।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ বাংলাদেশ -এর চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান। আমিসহ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব এম. এ. শাকুর, বারডেম হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ আজাদ খান, স্বনামধন্য চিকিৎসকসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। স্বাগত বক্তব্যে হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া বলেন, বাংলাদেশ হামদর্দের প্রতিষ্ঠাতা হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ একজন সফল ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানী, গবেষক, সংগঠক। সমগ্র বিশ্বে হার্বাল তথা প্রাচ্য ওষুধ জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ট্রাডিশনাল ওষুধকে আর্ন্তজাতিক মর্যাদায় উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। বিশ্বে যে কয়টি স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থা আছে, তার অধিকাংশের সাথে নিজেকে জড়িত রেখে তিনি বিশ্ববাসীকে একটি রোগমুক্ত সুস্থ সমাজ উপহার দেয়ার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এ ধরনের একটি বিশাল ও মহৎ সেমিনারের আয়োজন করার জন্য হামদর্দ বাংলাদেশ -এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়াকে মোবারকবাদ জানান। হামদর্দের এ মহান আয়োজনের ফলে স্বনামধন্য

www.pathagar.com

হামদর্দ বাংলাদেশের পরিচালক মার্কেটিং 'রফিকুল হামদর্দ' এর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হাকীম মোঃ সাঈদ

কল্যাণ এবং শিক্ষার জন্য আমি নিজেকে ভুলে গেলাম। তিনি বলেন, হামদর্দ তাঁর কর্মীদেরকে চাকর বা কর্মচারী মনে করে না। কর্মীরা হল হামদর্দের বন্ধু বা সাথী। বন্ধুকে আরবীতে রফিক বলা হয়। বাংলাদেশ হামদর্দের রফিকুল ইসলাম এখন থেকে রফিকুল হামদর্দ বা হামদর্দের বন্ধু। বাংলাদেশের মানুষ হামদর্দকে ভালবাসে। আমিও এদেশের মানুষকে ভালবাসি। জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান এবং হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার মত লোক আপনাদের সাথে রয়েছেন বলে আপনারা ভাগ্যবান। আপনারা বাংলাদেশে বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নাই।

হাকীম সাঈদ হামদর্দের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আপনাদের তৎপরতা, আপনাদের কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে হামদর্দ বাংলাদেশ একদিন হামদর্দ পাকিস্তানের চাইতে বড় হবে। আপনাদের চাইতে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠায় আমার এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেন। আমি আবারও বলছি, আমি চাই বাংলাদেশ হামদর্দ মানব কল্যাণের জগতে অনন্য ভুমিকা পালন করবে। আশা করি, আপনারা আমার সে আশা পূরণ করবেন।

ঐদিন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ, হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ-এর প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি এ.এফ.এম. আহসান উদ্দীন চৌধুরীর সাথে সাক্ষাত করেন। একই দিন তিনি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরীর সাথেও সাক্ষাত করেন।

২৪শে ডিসেম্বর '৯৭ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ঢাকার একটি হোটেলে "উপমহাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ও জনকল্যাণে হামদর্দের ভুমিকা" শীষর্ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

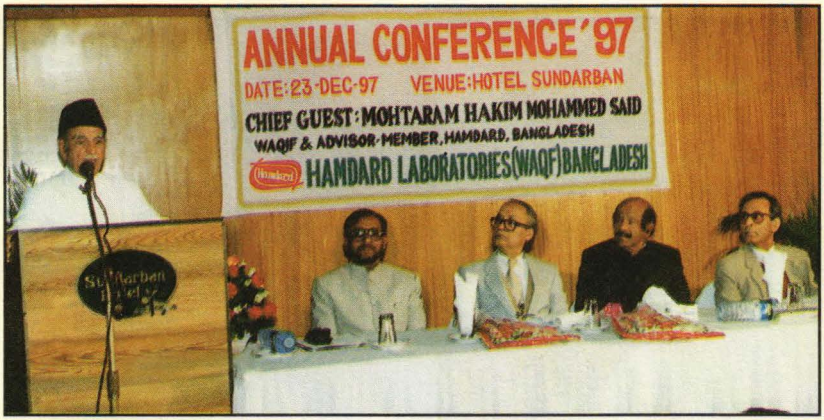

বাংলাদেশ হামদর্দ-এর বার্ষিক সম্মেলন '৯৭ তে বক্তব্য রাখেন হাকীম মোঃ সাঈদ, (বাম থেকে বসা) হামদর্দ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, লেখক ডাঃ নূরুল ইসলাম, হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান এবং হামদর্দ পাকিস্তান-এর পরিচালক তথ্য আলী হাসান

হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশ আজ এখানে জড়ো হয়েছে। আমার ধারণা আন্তরিকতা ও নিয়মানুবর্তিতার কারণে এখানে হামদর্দের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি প্রথমেই হামদর্দ শব্দের ব্যাখ্যা করবো। হামদর্দ একটি ফার্সী শব্দ। 'হাম' শব্দের অর্থ সাথী বা বন্ধু; আর দরদ শব্দের অর্থ ব্যথা বা দুঃখ। হামদর্দ শব্দের অর্থ হল, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া বা ব্যথিতের সাথী। অপরের ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, দুশ্চিন্তা এবং রোগ-শোকে সমানভাবে ব্যথিত হওয়া। এ হচ্ছে হামদর্দের রুহ বা স্প্রিট । এ স্প্রিট নিয়ে কাজ করলে হামদর্দ অনেক বড় হবে। আমাদের উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমটি স্বাস্থ্য, দ্বিতীয়টি শিক্ষা। আমরা ন্যাশনাল মেডিসিনের প্রবক্তা। বিশ্বে এ্যালোপাথিক চিকিৎসা রয়েছে। রয়েছে হার্বাল চিকিৎসা। মহানবী বলেছেন, মানুষের দেহকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করনা। এতে কোন লাভ নেই।

তিনি আরো বলেন, আমরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মানব সেবার মিশন নিয়ে এগিয়ে চলছি। কাউকে পানি পান করানো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দুর করা এবং কারো সাহায্য করাও মানব সেবার অন্তর্ভূক্ত। মানব কল্যাণের জন্য মানুষ নিজেকে ভুলে যাবে, নিজেকে বিলিয়ে দেবে অন্যের সেবায়। এটাই আদর্শ।

হাকীম সাঈদ বলেন, আমি নিজেকে ভুলে গেছি। নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়ার দরুন মানব সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছি। ১৯৪৬ সালে ভারত হামদর্দকে ওয়াক্ফ করা হয়েছিল। দেশ ভাগের পর আমি যখন পাকিস্তান চলে যেতে চাইলাম তখন মাওলানা আজাদ, জওয়াহের লাল নেহরু আমাকে নিষেধ করেছিলেন। আমি পাকিস্তান গিয়ে ৪২ টাকা বেতনে শিক্ষকতা শুরু করার সাথে সাথে ১২.৫০ টাকা ভাড়ার একটি ঘরে করাচীতে হামদর্দের কার্যক্রম শুরু করি। স্বাস্থ্য-সেবা, মানব

www.pathagar.com

লেখক জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল হামদর্দ পাকিস্তান সফরে গেলে হাকীম মোঃ সাঈদ তাঁদের স্বাগত জানান হাকীম সাঈদের বামে তার কন্যা সাদিয়া রাশেদ

হক মোল্লা। ইঞ্জিনিয়ার টিম বাংলাদেশে বিজ্ঞান নগর ও আধুনিক কারখানার মাষ্টার প্লান তৈরি করার নমুনা সংগ্রহের জন্য পাকিস্তান হামদর্দের বিজ্ঞান নগরী ও আধুনিক কারখানা পরিদর্শন করেন।

২২শে ডিসেম্বর'৯৭ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ৪ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন হামদর্দ ফাউন্ডেশন পাকিস্তান- এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিসেস এল.এ. ডি'সিলভা। হাকীম সাহেব আসার পূর্বে ১৭ ডিসেম্বর হামদর্দ পাকিস্তানের পরিচালক তথ্য জনাব আলী হাসান বাংলাদেশে আসেন।

ঐদিন ৩ টায় হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ হামদর্দের প্রধান কার্যালয়ে বাংলাদেশ হামদর্দ-বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর সদস্যেদের সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হন। হামদর্দ ফাউন্ডেশন পাকিস্তান - এর ভাইস- প্রেসিডেন্ট মিসেস এল.এ. ডি'সিলভা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। হামদর্দ বাংলাদেশের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, নতুন আধুনিক কারখানা প্রতিষ্ঠাসহ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২৩শে ডিসেম্বর '৯৭ বিকেলে স্থানীয় একটি হোটেলে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশ হামদর্দের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সম্মেলনে আমি ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টি বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, হামদর্দ পাকিস্তান-এর পরিচালক তথ্য আলী হাসান, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ- এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোহাম্মদ ইউছুফ হারুন ভুঁইয়া এবং হামদর্দের পরিচালকবৃন্দ ও সর্বশ্রেণীর অফিসার শ্রমিক - কর্মচারীবৃন্দ।

হাকীম সাঈদ বাংলাদেশ হামদর্দের বার্ষিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্যর শুরুতে হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমার মনে

www.pathagar.com

৮ই জুন, ৯৫ সকালে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশ হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ-এর সদস্যবৃন্দ ও হামদর্দের পরিচালকবৃন্দের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হন। এ সভায় হামদর্দের সামগ্রিক কার্যাবলীসহ বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর চারদিনের সফর শেষে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

'ভিজিটর্স' বইতে তিনি লিখেছেন

হামদর্দ বাংলাদেশের বন্ধুগণ,
জিন্দাবাদ। আপনারা বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর সুন্দর পরামর্শ এবং হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুণ ভূঁইয়ার সুযোগ্য নেতৃত্বে জনসেবার ক্ষেত্রে অনুপম উপমা স্থাপন করেছেন। আমার হৃদয়ের গভীর থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

৯ জুন ১৯৯৫ বাংলাদেশে অবস্থানের সময় আমরা হামদর্দের প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। হার্বাল বিষয়ক সেমিনার এর মাধ্যমে আপনারা বাংলাদেশে হার্বাল চিকিৎসার ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছেন। আমরা আপনাদের কাজে খুব খুশী হয়েছি।
আমাদের সবার উপর নেমে আসুক আল্লাহর রহমত এবং বরকত।

মোহাম্মদ সাঈদ
০৯-০৬-৯৫ইং

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর বাংলাদেশে সফরকালীন বারডেম সেবা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন, হামদর্দের বার্ষিক সাধারণ সভা ও বোর্ড অব ট্রাষ্টির সভায় অংশগ্রহণ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি কর্তৃক আয়োজিত সভা ও নৈশভোজে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ, মন্ত্রীবর্গসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতকারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশ টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে প্রচারিত হয়েছে।

বাংলাদেশ হামদর্দের ঘোষিত বিজ্ঞান নগরী প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রযুক্তি বিষয়াদি স্বচক্ষে দেখার জন্য ৬ই ডিসেম্বর '৯৭ আমার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি ইঞ্জিনিয়ার টিম পাকিস্তান হামদর্দে তিন দিনের সফরে যান। অপর সদস্য ছিলেন পরিচালক বিপণন রফিকুল ইসলাম, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মোঃ খালেদ নুর, কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার মেজবাউল কবির, আই.পি.ডি.সি'র ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল

www.pathagar.com

মান নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, হার্বাল ওষুধ নিরাপদ একথা ঠিক। কিন্তু তবুও এর কার্যকারিতা এবং বিষক্রিয়া পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাণ করা উচিৎ। বিগত ২৫ বছর উদ্ভিদ এবং এর রাসায়নিক উপাদানের উপর যে হারে গবেষণা হয়েছে মানব সভ্যতা বিকাশের পর আর কোন সময় তা হয়নি। তিনি ওষুধি উদ্ভিদের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নবম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উদ্ভিদের উপর ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এ জ্ঞান- ভান্ডার আমাদের জন্য গর্বের বিষয় হলেও সে ইতিহাস আমরা ভুলে গেছি। মুসলিম বিজ্ঞানীরা রোগ নিরাময়ের জন্য উদ্ভিদের গুণাবলীকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। সে সময় অনেক ভেষজ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেসব গ্রন্থের মধ্যে এখন ও প্রায় ৩০ লক্ষ পান্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এর ভিতর কি আছে তাও আমরা জানিনা।

মোহতারাম হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ আরো বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হার্বসকে রসায়ন, ফার্মাকোগনসী এবং ফার্মকোলজী বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশকেও ওষুধি উদ্ভিদের বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার উপর গুরুত্ব দেয়া উচিৎ। তিনি আমেরিকার ওরলানডোতে ১৪ থেকে ১৮ই এপ্রিল '৯৫ অনুষ্ঠিত সেমিনারের কথা উল্লেখ করে বলেন, এখানে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রায় ৫০০ ডাক্তার সমবেত হয়েছিলেন। সেমিনারে ওষুধি উদ্ভিদের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মেডিক্যাল কলেজ পাঠ্যক্রমে হার্বসকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে করে পাশ্চাত্য চিকিৎসার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী দেশজ চিকিৎসা সম্পর্কেও ছাত্ররা জ্ঞান লাভ করতে পারে।

১৯৯৫ সালের ২৩ জুন ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ, পাশে (বাম থেকে) লেখক জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম, নৌ পরিবহন মন্ত্রী আ, স, ম আব্দুর রব, হলিডের সম্পাদক এনায়েত উল্লা খান এবং ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ

www.pathagar.com

সমগ্র বাংলাদেশে হামদর্দের পরিচিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ - এর নেক নিয়ত, এদেশের মানুষের ভালবাসা এবং হামদর্দ কর্মীদের আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় হামদর্দ আজ প্রতিটি ঘরে ঘরে পরিচিত। সামনে রয়েছে হামদর্দের উজ্জল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। আল্লাহর রহমত এবং হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর দোয়া ও উপদেশ নিয়ে আমরা একদিন হামদর্দকে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। অনুষ্ঠান শেষে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ উপস্থিত হামদর্দ কর্মী ও প্রতিনিধিদেরকে নিজ হাতে আপ্যায়ন করেন।

৭ই জুন '৯৫ বিকাল ৪ টায় হামদর্দ কর্তৃক আয়োজিত 'রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট অব হার্বাল মেডিসিন' শীর্ষক এক সেমিনারে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন তৎকালীন ধর্মমন্ত্রী মোঃ কেরামত আলী। সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন, তৎকালীন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ ওষুধ প্রশাসনের পরিচালক, ওয়াক্ফ প্রশাসক, বারডেম হাসপাতালের পরিচালক, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি, উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরসহ দেশের বরেণ্য ডাক্তার, বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী ও হাকীমগণ। উক্ত সেমিনারে আমার সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হামদর্দ ফাউন্ডেশনের মহা-সচিব হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

বিজ্ঞানীদের এ সেমিনারের প্রধান বক্তা হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ মুহুর্মূহু করতালির মধ্যে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন প্রতিটি মানুষের জন্য চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি অপরিহার্য হলেও অপ্রতুল জনশক্তি, ওষুধের দুঃস্প্রাপ্যতা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানের অভাবে অনেক দেশের পক্ষেই তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অবশ্যই স্বল্প খরচে সহজলভ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিৎ। এজন্য ভেষজ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প হিসেবে চিন্তা করা যেতে পারে। হাকীম সাঈদ বলেন, ভেষজ ওষুধ তৈরিতে যেসব গাছ-গাছড়া, ফলমূল ব্যবহার করা হয় তারও ফার্মাকোলজিক্যাল গুরুত্ব রয়েছে। আধুনিক ওষুধ আবিস্কারের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক দেশেই হার্বাল ওষুধের প্রচলন ছিল। ওষুধের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আধুনিক ওষুধ ব্যয়বহুল বলে কেবল দরিদ্র দেশগুলোর জনগণ হার্বাল ওষুধ ব্যবহার করছে তা নয়, বরং আধুনিক ওষুধ শিল্প সমৃদ্ধ অনেক দেশেও হার্বাল ওষুধের ব্যাপারে গবেষণা ও অনুসন্ধান চলেছে। হাকীম সাঈদ ওষুধি গাছ সংরক্ষণে এবং এর চাষাবাদের প্রতি জোর দেন। তিনি বলেন, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনেক দেশ অর্থ ও প্রযুক্তির অভাবে ওষুধে ব্যবহৃত ভেষজ উদ্ভিদ ও কাচাঁমাল রপ্তানী করে থাকে। তিনি এসব কাচাঁমাল রপ্তানী বন্ধ করে দেশের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখার আহবান জানান। তিন হার্বাল ওষুধের

www.pathagar.com

সম্পর্ক শুধু হাকীম সাঈদেরই নয় বরং তাঁর পরবর্তী জেনারেশনেরও রয়েছে। আলী হাসান দু'হামদর্দের সম্পর্ক আরো গভীর হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
হামদর্দ পাকিস্তানের চেয়ারপার্সন মিসেস সাদিয়া রাশেদের কন্যা, হাকীম সাহেবের নাতনী মিস্ ফাতেমাতুজ্জোহরা হামদর্দ বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করে বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, আমি আপনাদের সাথে দেখা করতে এসেছি। এসেছি মোবারকবাদ জানাতে। আপনারা হামদর্দকে সাহায্য করছেন, সহযোগিতা করছেন, আন্তরিকতার সাথে কাজ করছেন, এতে আমি আনন্দিত। তিনি বলেন, হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, রফিকুল ইসলাম আমাকে ভালবাসেন, হামদর্দকে ভালবাসেন। হামদর্দকে ভালবাসা মানে মানুষকে ভালবাসা। মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ খুশী হন। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ হামদর্দ পরস্পর ভাই ভাই। তিনটি দেশে তিন হামদর্দ একই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। হাকীম সাঈদ হাকীমদের উদ্দেশ্যে বলেন, হাকীম হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। হাকীম অর্থ জ্ঞানী, বিজ্ঞ, যিনি হিকমত জানেন তিনিই হাকীম। বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান যার আছে তিনি হাকীম। কোরআনে ৭২৭ স্থানে বিজ্ঞান ও হিকমতের প্রসঙ্গ এসেছে। মানুষ সৃষ্টির সময় গাছ-লতা-গুল্মই তাকে স্বাগত জানিয়েছে। অসুস্থ হলে মানুষ গাছ-গাছালীর কাছেই ছুটে গেছে। মানুষ আবার সেই গাছ-গাছড়ার কাছেই ফিরে আসছে। আগামী বিশ্ব হবে হার্বাল মেডিসিনের বিশ্ব। তিনি বলেন, হামদর্দ পাকিস্তান শূন্য থেকে শুরু করেছিল। আজকে ফুলে ফলে সু-শোভিত। আমার মন চায় বাংলাদেশ হামদর্দকেও পাকিস্তানের মত করতে। হামদর্দ বাংলাদেশ ৫০০ কোটি টাকায় যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তা আপনাদেরই বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে আধুনিক কারখানা হবে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হবে। হাসপাতাল ও বিজ্ঞান গবেষণাগার হবে। আপনারা আন্তরিকতার সাথে কাজ করুন। আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো ইনশাআল্লাহ।
সম্মেলনে বাংলাদেশ হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া বলেন, প্রধান অতিথি ওয়াকীফ্ মোতাওয়াল্লী হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ মোতাবেক আমাদেরকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিকতর উৎসাহ- উদ্দীপনা যোগাবে। তিনি বলেন যখন আমরা বাংলাদেশ হামদর্দ-এর যাত্রা শুরু করেছিলাম, তখন ভাবনার অতীত ছিল যে, হাকীম সাঈদ এর স্বপ্ন তথা বিজ্ঞান নগর স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে পারবো। বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও হাকীম সাঈদ এর দোয়া, উপদেশ, পরামর্শ ও সহযোগিতা থাকলে স্বল্প সময়ে বিজ্ঞান নগর বাস্তবায়িত করতে পারবো বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

www.pathagar.com

হাকীম সাহেবকে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, হাকীম সাহেব প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ হার্বাল চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনি করাচীতে প্রতিষ্ঠিত মদিনাত-আল-হিকমাত-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশেও কিভাবে এ ধরনের বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে, তা আমাদের ভাবতে হবে।

হাকীম সাহেব হামদর্দের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনারা হয়তো জানেন না হামদর্দ পাকিস্তান ১২.৫০ টাকার একটি ভাড়া বাড়ীতে তাঁর যাত্রা শুরু করে বর্তমানে এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সেখানে বিজ্ঞান নগরী তৈরি হয়েছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার আশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই সোনারগাঁওয়ে মেঘনার কাছে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে একটি জায়গা নেয়া হয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী জনাব শামসুল ইসলাম এ উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে যথাযথভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

৭ই জুন '৯৫ সকাল ৯ টায় হোটেল সুন্দরবনের সেমিনার কক্ষে হামদর্দের বিক্রয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এবং সভাপতিত্ব করেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

হামদর্দের পরিচালক বিপণন রফিকুল ইসলাম সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, আমরা এমন একজন মানুষকে অনুসরণ করছি, যিনি মানুষ ও মানবতার সেবার জন্য নিজের স্বার্থ, স্ত্রী-সন্তানের স্বার্থ ত্যাগ করে মানুষ ও মানবতার জন্য সব কিছু উৎসর্গ করেছেন। হাকীম সাহেব আজ শুধুমাত্র বিশ্ববরেণ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীই নন বরং তিনি একজন চিন্তাবিদ-দার্শনিক। তাঁর চিন্তা-চেতনা সমস্যা বিক্ষুব্ধ বিশ্বকে ইপ্সিত শান্তির পথ দেখাতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৯৩ সালে শিকাগোর মহাসম্মেলনে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ-এর বক্তব্যের অংশ তুলে ধরে বলেন, বিশ্ব ধর্ম সভার বক্তব্যে হাকীম সাহেব বলেছিলেন প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বেঁচে থাকার একটি দর্শন থাকে। এ দর্শন আসে অভিজ্ঞতা, আদর্শ-নিষ্ঠা, কার্যক্রম এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে। হামদর্দেরও একটি দর্শন আছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। রফিকুল ইসলাম বলেন, হামদর্দের উন্নতির পিছনে রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, আল্লাহর রহমত এবং হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর দোয়া।

সম্মেলনে পাকিস্তান হামদর্দ-এর পরিচালক তথ্য আলী হাসান বলেন, হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশের মানুষকে ভালবাসেন। ভালবাসেন হামদর্দ বাংলাদেশকে। হাকীম সাহেব প্রথমে বাংলাদেশে একা এসেছেন। তারপর তাঁর সাথে এসেছেন কন্যা সাদিয়া রশিদ, আর এবার তাঁর সাথে এসেছেন নাতনী ফাতেমাতুজ্জোহরা। অর্থাৎ তৃতীয় জেনারেশনকেও তিনি সাথে নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ হামদর্দের সাথে ভালবাসার

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, ওয়াক্‌ফ প্রশাসক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য জনাব এম. এ. কাশেম এবং হামদর্দের পরিচালকবৃন্দ। হাকীম সাঈদ স্থানটি ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করেন। ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রস্তাবিত কমপ্লেক্সের স্থান পরিদর্শন শেষে ঢাকায় ফিরে তিনি পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী রোগী দেখা শুরু করেন। কারণ তিনি বাংলাদেশে আসলেই বিভিন্ন জটিল রোগী তাঁর চিকিৎসা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তিনিও কাউকে বিমুখ করেন না। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ধৈর্যের সাথে তিনি রোগী দেখেন। এজন্য প্রতিদিন সকাল ১০:৩০ পর্যন্ত তিনি হোটেল কক্ষে রোগী দেখতেন। অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকারী, ধর্মপরায়ন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন এবং মাসের বেশীরভাগ সময় বিশেষ করে যে দিন তিনি রুগী দেখতেন সেদিন রোজা রাখতেন।

বাংলাদেশ সফরকালীন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ হামদর্দের প্রধান কার্যালয়ে আন্তরিক পরিবেশে হামদর্দের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সভায় মিলিত হন এবং তাদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, ভারত হামদর্দ ছেড়ে পাকিস্তানে সাড়ে বারো টাকা ভাড়ায় ১০ বর্গফুট একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। এখান থেকেই শুরু হয় হামদর্দের কার্যক্রম। শুরু থেকেই আমার উদ্দেশ্য ছিল মানব সেবা। খেদমতের নিয়ত ছিল বলেই হামদর্দ আজ এতবড়। যদি কেবল ইন্ডাষ্ট্রির উদ্দেশ্যেই পরিশ্রম করতাম, তাহলে হামদর্দ এতবড় হত না। চিকিৎসাকে আমি পেশা হিসাবে গ্রহণ করিনি, এটি নিরেট মানবসেবা। আপনারা যে যেখানেই কাজ করবেন তা সেবার উদ্দেশ্যেই করবেন। যিনি ওষুধ তৈরি করেন, ভাববেন ওষুধ তৈরি করে মানুষের রোগ মুক্তির মাধ্যমেই আমি মানবসেবা করছি। এর ফলে একদিকে আপনি পুণ্যের অধিকারী হবেন, অন্যদিকে রুটি-রুজীর ব্যবস্থাতো হবেই। ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তিনি বলেন, নিজেদের স্বার্থেই মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আরো আন্তরিক এবং আরো কঠোর হতে হবে। কারণ আগামী শতাব্দীর ওষুধ হবে হার্বাল ওষুধ। বাংলাদেশে হার্বাল ওষুধের বিকাশ ও সম্প্রসারণে হামদর্দকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রধান সম্পাদক রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ এবং হলিডের সম্পাদক এনায়েত উল্লা খান, হাকীম সাহেবের সম্মানে এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। এ ভোজ সভায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার আমিনুর রহমানসহ বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এবং হামদর্দের পরিচালকবৃন্দও এতে অংশগ্রহণ করেন। রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ

www.pathagar.com

ক্ষনিক বিশ্রামের পর যাত্রা করেন বারডেম-এর উদ্দেশ্যে। এভাবেই শুরু হলো বাংলাদেশে তাঁর কর্মব্যস্ত দিনগুলো।

জাতীয় অধ্যাপক বারডেমের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ডাঃ ইব্রাহিম ছিলেন হাকীম সাঈদ এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হাকীম সাহেব বারডেমের সেবা ও গবেষণা কার্যক্রম ঘুরে ঘুরে দেখেন। কর্তা ব্যক্তিদের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি মানব সেবার উদ্দেশ্যে গবেষণা কাজকে আরো তরান্বিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া।

ঐদিন বিকেল ৫ টায় হোটেল শেরাটনের টপ অব দি পার্কে হামদর্দ এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বোর্ড মিটিংয়ে হাকীম সাঈদ এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ হামদর্দের উন্নতি, অগ্রগতি এবং প্রস্তাবিত মদিনাত-আল-হিকমাত (বিজ্ঞান নগর) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সন্ধ্যায় হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হাকীম সাঈদ এর সৌজন্যে এক নৈশ ভোজ সভার আয়োজন করে। এতে আমিসহ অংশগ্রহণ করেন তৎকালীন ধর্মমন্ত্রী মোঃ কেরামত আলী, বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি নুরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ।

৬ই জুন '৯৫ সকাল ৬:৩০ মিনিটে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ মেঘনার তীরে হামদর্দের প্রস্তাবিত কমপ্লেক্স-এর স্থান পরিদর্শনে যান। সাথে ছিলেন হামদর্দের

বাংলাদেশে ব্যস্ততম কর্মসূচীর মাঝেও রোগী দেখছেন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ

www.pathagar.com

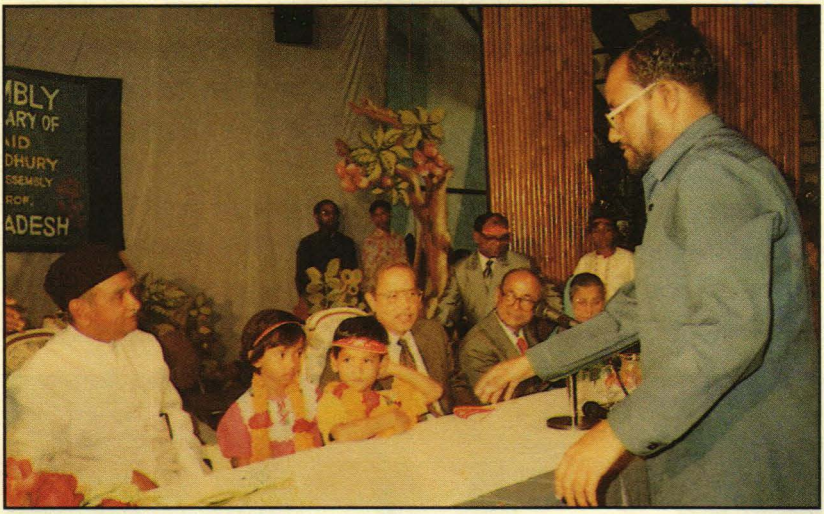

হাকীম সাঈদের জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে শিশুদের সাথে (ডান থেকে) লিলি, এ্যানি, ডি'সিলভা, লেখক, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, দু জন শিশু এবং হাকীম মোঃ সাঈদ, (দাড়ানো) হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

হাফেজ আজীজুল ইসলাম, হামদর্দের পরিচালক বিপণন রফিকুল ইসলাম এবং পরিচালক তথ্য ও গণসংযোগ কাজী মনসুর-উল-হক। ডাঃ আজাদ খানসহ সবাই ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে অপেক্ষমান হামদর্দ কর্মী ও জনতার কাছে এলে জনতা ফুলের তোড়া দিয়ে এ মহান অতিথিকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানান। বিমান বন্দর থেকে তিনি সরাসরি হোটেলে যান।

বিমান বন্দরে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে অভ্যর্থনা জানান(বাম থেকে)-ডা: আজাদ খান, হাকীম মো: ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, হাকীম মো: সাঈদ, ডঃ লিয়াকত আলী এবং হাকীম সাঈদের পৌত্রী ফাতেমাতুজ্জোহরা

www.pathagar.com

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশ সফরকালীন বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভায় অংশগ্রহণ, বাংলাদেশে হামদর্দের বিজ্ঞান নগরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, তাঁর ৭৩তম জন্মদিন পালন, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার বিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

৭ই নভেম্বর '৯৪ বাংলাদেশ হামদর্দের একটি প্রতিনিধিদল হামদর্দ পাকিস্তান সফরে যান। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন হামদর্দ বাংলাদেশের পরিচালক বিপণন রফিকুল ইসলাম এবং পরিচালক তথ্য ও জনসংযোগ কাজী মনসুর-উল-হক। সফরকালে তাঁরা হামদর্দ পাকিস্তান এবং হামদর্দ বাংলাদেশ-এর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক

১৯৯৪ সালের ৯ জানুয়ারী হাকীম মোঃ সাঈদ জন্ম দিনে বাংলাদেশের শিশুদের নিয়ে কেক কাটছেন

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় করেন। পরিচালকবৃন্দ হামদর্দ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে হামদর্দ ফাউন্ডেশন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানান। তিনি সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

এই আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সনের ৫ই জুন হাকীম সাহেব ৪ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন হামদর্দ পাকিস্তানের পরিচালক তথ্য জনাব আলী হাসান এবং হামদর্দ পাকিস্তানের চেয়ারপার্সন মিসেস সাদিয়া রাশেদের কন্যা তথা হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর নাতনী মিস ফাতেমাতুজ্জোহরা।

বিমান বন্দরে হাকীম সাঈদকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হয়েছিলেন হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, তৎকালীন ওয়াক্ফ প্রশাসক জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, বারডেমের পরিচালক ডাঃ আজাদ খান, ডাঃ লিয়াকত আলী, বাংলাদেশ ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ডের চেয়ারম্যান হাকীম

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বারডেমের কর্তাবৃন্দ ও হামদর্দ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে হাকীম মোঃ সাঈদ

তৎকালীন উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। শিশু-কিশোররা নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে শিশুরা হাকীম আবদুল মজিদ, হাকীম আব্দুল হামিদ, হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ সেজে রোগীর চিকিৎসা এবং হামদর্দের জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড বিষয়ক মনোজ্ঞ নাটিকা উপস্থাপন করে। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ শিশুদের অনুষ্ঠান উপভোগ করে আনন্দিত হন এবং বাংলাদেশের শিশুদের আন্তরিকতায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। আনন্দ উদ্বেলতায় তিনিও একটা ছোট্ট শিশুতে পরিণত হন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি শিশু শিল্পীকে একটি করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঢাকায় তাঁর জন্মদিন পালনের দৃশ্যটি অংশগ্রহণকারী শিশু ও অন্যান্যদের মনে চিরজাগরুক হয়ে থাকবে। শিশুদেরকে নিয়ে তাঁর লেখা ৫০টিরও বেশী শিশুতোষ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান বিজ্ঞান নগরীর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস এল.এ. ডি'সিলভা হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর ৭৩তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে সন্ধ্যায় হোটেল শেরাটনে একটি ভোজ সভার আয়োজন করেন। এই ভোজ সভায় দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী, হাকীমসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

একই দিন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ তৎকালীন ধর্মমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন। হামদর্দ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে মন্ত্রীদ্বয় হামদর্দের জনসেবামূলক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশসহ এর উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে হাকীম মোঃ সাঈদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাত করেন

সোনারগাঁও ইতিহাসের পাতায় যেমন স্থান করে নিয়েছে তেমনি হামদর্দও তার শিক্ষা, জনসেবা ও স্বাস্থ্যসেবার অসাধারণ কর্ম দিয়ে ইতিহাসে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করবে। এ সময় তিনি এলাকার জনগণ ও শিশু-কিশোরদের সাথে কিছু সময় কাটান।

৯ই জানুয়ারী '৯৪ আরেকটি বিশেষত্ব বহন করে হামদর্দের জন্য। কারণ এ দিনে বাংলাদেশ হামদর্দ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে সাথে নিয়ে তাঁর ৭৩তম জন্ম-জয়ন্তীতে হোটেল শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে এক শিশু-কিশোর সমাবেশের আয়োজন করে। এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের

১৯৯৪ সালে হাকীম মোঃ সাঈদ তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন

www.pathagar.com

প্রয়োজন। আর বাকী অর্থ ব্যয় করবে মানবতার কল্যাণে। তিনি আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করে হামদর্দকে আরো উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য হামদর্দ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

একই দিন হাকীম সাহেব বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমানের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন। প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রী বাংলাদেশ হামদর্দকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার আশ্বাস প্রদান করেন।

দুপুরে বাংলাদেশ আয়ুর্বেদ পরিষদ কর্তৃক হোটেল শেরাটনে আয়োজিত এক ভোজ সভায় তিনি বাংলাদেশে হার্বাল মেডিসিনের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

৮ই জানুয়ারী ১৯৯৪ সকাল ৯ টায় হাকীম সাহেব বারডেমে অনুষ্ঠিত "প্লান্ট মেটেরিয়ালস্ এজ এ সোর্স অব এন্টি-ডায়াবেটিক এজেন্ট" শীর্ষক সেমিনারে অংশ নেন। পৃথিবীর প্রায় ২১টি দেশের বিজ্ঞানীগণ উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার শেষে তিনি বাংলাদেশ হামদর্দের কারখানা পরিদর্শন করেন এবং কারখানার উন্নত প্রযুক্তি, ওষুধ তৈরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

একই দিন হাকীম সাহেব বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে এক সাক্ষাতকারে মিলিত হন। এ সময় তাঁর সাথে আমি, হামদর্দের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মিঃ আনোয়ার কামাল ছিল। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ভারত ও পাকিস্তান বিজ্ঞান নগরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাসহ বাংলাদেশ হামদর্দের ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। প্রধানমন্ত্রী হামদর্দ বাংলাদেশের জনকল্যাণমূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং হামদর্দ বাংলাদেশকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি. অডিটরিয়ামে "প্লান্ট মেটেরিয়ালস্ এজ এ সোর্স অব এন্টি ডায়াবেটিক এজেন্ট" শীর্ষক সেমিনারের সংগঠকদের দেয়া এক ডিনারে শরিক হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনায় মিলিত হন।

৯ই জানুয়ারী ১৯৯৪ তারিখটি হামদর্দ বাংলাদেশের জন্য একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। এই দিন বাংলাদেশ হামদর্দের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াকীফ মোতাওয়াল্লী হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশ হামদর্দকে ঘিরে তাঁর কর্মময় স্বপ্ন "বিজ্ঞান নগরের" ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের মেঘনা ঘাটের অনতিদূরে হামদর্দের এ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সফরে আসলে বিমান বন্দরে হাকীম মোঃ সাঈদ ও লিলি এনি ডি'সিলভাকে স্বাগত জানানো হয় (বাম থেকে) হামদর্দ-এর পরিচালক বিপনণ রফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, লেখক ডাঃ নূরুল ইসলাম, হাকীম মোঃ সাঈদ, লিলি এনি ডি সিলভা, বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, লেখকের কন্যা ডাঃ নীনা, ইউনানী আয়ুর্বেদিক বোর্ডের চেয়ারম্যান হাকীম হাফেজ আজিজুল ইসলাম, পরিচালক তথ্য ও জন সংযোগ কাজী মনসুর-উল-হক এবং তৎকালীন পরিচালক প্রশাসন এম, এ, ওয়াহাব

বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী ব্যক্তিদের তিনি নিজ হাতে পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি বলেন, অর্থ উপার্জন অবৈধ নয়, কিন্তু ব্যক্তি ততটুকু গ্রহণ করবে যা তার

১৯৯৪ সালের ৮ জানুয়ারী ঢাকার 'বারডেমে অনুষ্ঠিত প্লান্ট মেটেরিয়ালস এজ এ সোর্স অব এন্টি-ডায়াবেটিক এজেন্ট' শীর্ষক সেমিনারে হাকীম মোঃ সাঈদ (বাম থেকে) তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডঃ এমাজউদ্দিন, হাকীম মোঃ সাঈদ, তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ এবং অধ্যাপক ডঃ এম মশিহুজ্জামান

www.pathagar.com

'ভিজিটর্স' বইতে তিনি লিখেছেন

ঢাকা, বাংলাদেশে তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে। এ তিনটি দিন ছিল সবচে' সুন্দর ঘটনাবহুল এবং কর্মব্যস্ত দিন। হামদর্দ বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোহাম্মদ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া একজন আদর্শ সংগঠক। সংগঠক হওয়ার সাথে সাথে তাঁর মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার মত সৌন্দর্যও রয়েছে। তিনি কঠোর পরিশ্রমী এবং দৃঢ়চেতা। ছোট বড় সকলকে আপ্যায়নের ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয়। তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক শব্দ আমি খুঁজে পাচ্ছিনা।

আমার এ সফরকালে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ হয়েছে। তা হচ্ছে ঢাকায় মদিনাত আল হিকমাত এর ভিত্তি স্থাপন করা হবে। মদিনাত আল হিকমাত স্থাপিত হলে শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং গবেষণার পথ সুগম হবে। এখন হামদর্দ বাংলাদেশের প্রচার ও প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেয়া বেশী প্রয়োজন। আল্লাহ সবাইকে এবং আমাকেও চিন্তা এবং কাজ করার শক্তি দিন।

মোহাম্মদ সাঈদ

২৪-০৬-'৯৩ইং

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশ হামদর্দ-এর উন্নয়ন নিয়ে এত ভাবতেন যে, বিজ্ঞান নগর ঘোষণা দেয়ার ছয় মাসের মাথায় ১৯৯৪ সালের ৬ই জানুয়ারী তিনি আবার বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন পাকিস্তান বিজ্ঞান নগরীর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস এল.এ 'ডি সিলভা, হামদর্দ পাকিস্তানের পরিচালক তথ্য জনাব আলী হাসান। হাকীম সাঈদ বিমান বন্দর থেকে সরাসরি সাভার স্মৃতিসৌধে গমন করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে হোটেল শেরাটনে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ-এর এক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ড এবং ন্যাশনাল ফর্মুলারী কমিটির দেয়া ডিনারে অংশগ্রহণ করেন। সভায় বাংলাদেশ ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ড এবং জাতীয় ফর্মুলারী কমিটির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। হাকীম সাঈদ হামদর্দের নিজস্ব গবেষণালব্ধ প্রোপাইটারী আইটেমসমূহকে জেনেরিক আইটেমে রূপান্তরিত না করার জন্য বোর্ড এবং ফর্মুলারী কমিটিকে অনুরোধ করায় তারা হামদর্দের প্রোপাইটারী আইটেমসমূহকে জেনেরিক আইটেমে রূপান্তর না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৭ই জানুয়ারী ১৯৯৪ সকাল ৯ টায় হাকীম সাহেব বারডেম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে বিজ্ঞান নগর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হাকীম মোঃ সাঈদ

পরিত্যাগ করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রোগ নিরাময়ে ভাল ফল আশা করা যায় না। তিনি এ পর্যন্ত বিনামূল্যে ৬০ লক্ষাধিক রোগী দেখেছেন, কিন্তু কারো কাছ থেকে কোন প্রতিদান নেননি। তিনি ছাত্রদেরকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বই পুস্তকের উপর প্রচুর পড়াশোনা করে জনসেবার স্বার্থে আদর্শ চিকিৎসক হওয়ার আহ্বান জানান।

এরপর সেখান থেকে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশ হামদর্দের কারখানা পরিদর্শনে যান। তিনি কারখানার ব্যবস্থাপনাসহ উন্নত প্রযুক্তি সংযোজন, ওষুধ তৈরিতে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ, সর্বোপরি গুণগত মানসম্পন্ন ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি যখন ঢাকা আসেন; তখনকার কারখানার পরিবেশ আর ১৯৯৩-এর পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান দেখে তিনি অভিভূত হন এবং বলেন, আমার বিশ্বাস অল্প সময়ের মধ্যেই হামদর্দ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান হামদর্দের সমপর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। বাংলাদেশে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের সফর, সেমিনার, সংবর্ধনা, সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীবর্গ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার, হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির সভায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রমের সংবাদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, রেডিও, পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে প্রচারিত হয়েছে।

www.pathagar.com

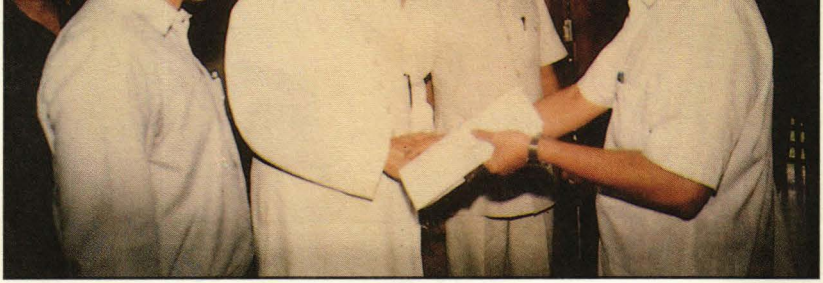

(বাম থেকে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আজাদ চৌধুরী, হাকীম মোঃ সাঈদ, হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া ও ডঃ এম. মসিহুজ্জামান

মানব সেবা আছে, সেটাই আমার দেশ। তিনি হামদর্দের কর্মীদেরকে মানুষের জন্য চিকিৎসা-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরো কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশে একটি বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। ২৩ শে জুন '৯৩ সন্ধ্যায় হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ হোটেল সোনারগাঁয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইউনানী তথা হার্বাল চিকিৎসার ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, রোগ নিরাময় ও চিকিৎসায় আগামী পৃথিবী হবে হার্বাল মেডিসিনের। এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার মানুষের যে ক্ষতি করেছে, মানুষ তা বুঝতে পেরেছে। সেদিন বেশী দুরে নয় যেদিন এন্টিবায়োটিকের পরিবর্তে হার্বাল ওষুধই হবে বিপন্ন মানুষের একমাত্র অবলম্বন। হার্বাল চিকিৎসার গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের লক্ষ্যে তিনি ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাংবাদিকগণ জানতে চাইলে তিনি প্রতিউত্তরে বলেন, সৎ উদ্দেশ্য ও নিয়ত কখনো অবাস্তবায়িত থাকেনা। তিনি আশ্বাস দেন ইনশাআল্লাহ্ বাংলাদেশে বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করার দরকার আমি তাই করবো। সংবাদ সম্মেলন শেষে হাকীম সাহেব হামদর্দ আয়োজিত এক প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন।

২৪ শে জুন '৯৩ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সরকারী ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে ছাত্র-শিক্ষকদের দেয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন। সংবর্ধনার জবাবে তিনি বলেন, একজন চিকিৎসককে রোগীর খুব আপনজন হতে হয়। চিকিৎসক যতক্ষণ স্বার্থ চিন্তা

www.pathagar.com

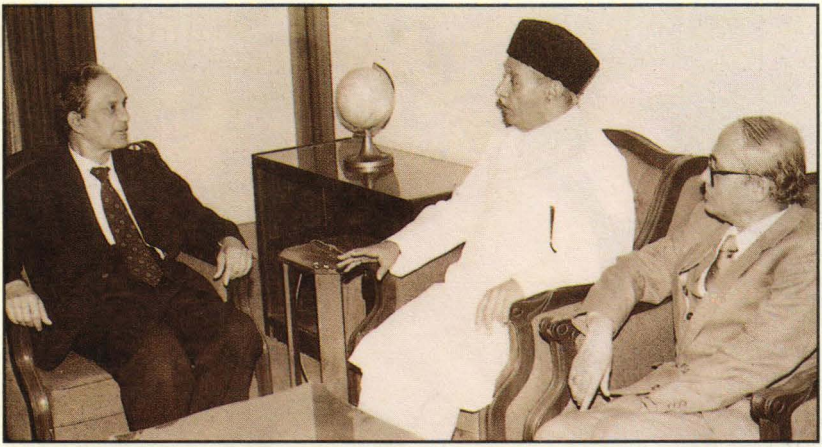

তৎকালীন ধর্ম মন্ত্রী কেরামত আলীর সাথে কথা বলছেন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ পার্শ্বে উপবিষ্ট লেখক

বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ এ. কে. আজাদ চৌধুরী। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশে হার্বাল চিকিৎসার উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের স্বার্থে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসেও ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অন্তর্ভূক্ত করার অনুরোধ জানান।

২৩ শে জুন '৯৩ বিকালে বারডেম মিলনায়তনে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি- ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ফেডারেশন, হামদর্দ অফিসার্স এসোসিয়েশন ও হামদর্দ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন যৌথভাবে এ সংবর্ধনার আয়োজন করে।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন বারডেমের পরিচালক ডঃ আজাদ খান, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি-ইউনানী আয়ুর্বেদিক ফেডারেশনের আহবায়ক, হোমিওপ্যাথি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির সহ-সভাপতি, হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হামদর্দ বাংলাদেশ-এর অফিসার, শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে মানপত্র প্রদান করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি-ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে "সিম্বল অব সিনসিয়ারিটি" পদক প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনার জবাবে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, হামদর্দের কর্মীগণ ও বাংলাদেশের জনগণ আমাকে যে ভালবাসা ও সম্মান দিয়েছে তা কখনো ভুলবনা। তিনি বলেন, সকল চিকিৎসার উদ্দেশ্যই মানব সেবা ও রোগমুক্তি। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাব পরিত্যাগ করে সম্মিলিতভাবে সকলকে চিকিৎসা সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমার নিজস্ব কোন দেশ নেই। যেখানে চিকিৎসা আছে,

www.pathagar.com

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে সৌজন্য উপহার প্রদান করেন

উপদেশ মোতাবেক গঠিত হয়েছে হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৩শে জুন'৯৩ সকাল ১০ টায় হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস-এর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। তাঁর সাথে ছিলাম আমিসহ বাংলাদেশ হামদর্দ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এবং তাঁর সফরসঙ্গীগণ। রাষ্ট্রপতি চিকিৎসা ক্ষেত্রে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে সৌজন্য উপহার প্রদান করেন। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ তাঁর প্রতি বাংলাদেশের জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসা ও আন্তরিকতা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদও প্রেসিডেন্টকে আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ একটি উপহার দেন।

এরপর হাকীম সাহেব তৎকালীন ধর্ম মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হামদর্দ বাংলাদেশকে সার্বিক সহযোগিতা দানের জন্য তিনি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানান। বাংলাদেশে বিজ্ঞান নগর (মদিনাত-আল-হিক্‌মাত) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। মন্ত্রী হামদর্দকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ বাংলাদেশে ওষুধি উদ্ভিদের বাগান প্রতিষ্ঠা কল্পে ৩০০ একর জমি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। একই দিন হাকীম সাঈদ এক হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজ উদ্দীনের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাসচিব হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রো-ভিসি অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ এবং ফার্মেসী বিভাগের অধ্যাপক

www.pathagar.com

প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস। অন্যান্যদের মধ্যে তৎকালীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব, ওয়াক্ফ প্রশাসক, পাকিস্তান হামদর্দের চেয়ারপার্সন মিসেস সাদিয়া রাশেদ, হামদর্দ ভারতের মোতাওয়াল্লী জনাব হাম্মাদ আহমেদ, হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাসচিব ও হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপনের দায়িত্ব আমি পালন করেছি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ।

সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, হামদর্দ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ একটি সুপরিচিত নাম। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক এবং এই সংস্থার দেশীয় তথা হার্বাল ওষুধ ও চিকিৎসা বিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি মনে করেন হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ আমাদেরই একজন। হামদর্দ বাংলাদেশ, হামদর্দ পাকিস্তান, হামদর্দ ভারত যেখানেই এই প্রতিষ্ঠান অবস্থিত হউক না কেন, হামদর্দই-এর আসল নাম। তিনি আশা করেন ভৌগলিক অবস্থানের চেয়ে বৈজ্ঞানিক অবস্থানের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আমাদের সম্মানিত মেহমান হামদর্দ বাংলাদেশের উন্নতি কল্পে সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন।

উক্ত সেমিনারে আমার বক্তব্য ছিল-চিকিৎসা ও মানব সেবার ক্ষেত্রে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর অবদানের বিবরণ দিতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন। পাকিস্তান হামদর্দ সফর করার বিরল সুযোগ আমার হয়েছিল। 'মদীনাত-আল-হিকমাত' (বিজ্ঞান নগর) এমন এক অনন্য প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার এমন এক ক্ষেত্র যা না দেখলে বুঝা সম্ভব নয়। হামদর্দ-এর বিভিন্ন গবেষণামূলক কর্মকান্ড করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত। তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে হার্বাল ওষুধকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং হামদর্দ ফাউন্ডেশনের মহাসচিব হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, হামদর্দ পাকিস্তান ও হামদর্দ বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ সারা বিশ্বে হার্বাল ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করে দুঃস্থ মানুষের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তিনি স্বাস্থ্য ও সেবামূলক অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সক্রিয় সদস্য হিসেবে জড়িত আছেন এবং সেইসব সংস্থার মাধ্যমে তাঁর মেধা ও মননকে অক্লান্তভাবে মানব কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। হাকীম সাঈদ তাঁর নিরলস ও মহৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে হামদর্দ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে একান্তভাবে আগ্রহী। বাংলাদেশ হামদর্দের জনসেবামূলক কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে তাঁরই

www.pathagar.com

২২শে জুন '৯৩ সকাল ৯ টায় হামদর্দ বাংলাদেশ - এর ওয়াকিফ মোতাওয়াল্লী হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ২৯১/১, সোনারগাঁও রোডস্থ হামদর্দ প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ বাংলাদেশ -এর ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে আমার সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হামদর্দ -এর এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ, মিসেস সাদিয়া রাশেদ, মিঃ আলী হাসান এবং মিঃ হাম্মাদ আহ্‌মেদ এতে অংশগ্রহণ করেন। হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ডের এ সভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় স্থান পায়। হাকীম সাঈদ হামদর্দ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। চিকিৎসা গবেষণা ও সেবা কার্যক্রমে আরো সক্রিয় বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে তিনি ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান নগর (মদিনাত-আল- হিকমত) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। যাতে রয়েছে ওষুধের আধুনিক কারখানা, গবেষণাগার, মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, এতিমখানা, পাবলিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরীসহ ওষুধি উদ্ভিদের বাগান। এ সকল জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ঐ দিন বিকেল ৬:৩০ মিঃ হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় ও হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঢাকার হোটেল সোনারগাঁও-এ 'রিজিওনাল সেমিনার অন হার্বাল মেডিসিন' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে

হামদর্দ পাকিস্তানের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ হাফেজ মোঃ ইলিয়াছ, বাংলাদেশ হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির তৎকালীন চেয়ারম্যান বিচারপতি এ, এফ, এম আহসান উদ্দিন চৌধুরীর কাছে হামদর্দ এবং হামদর্দ উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পেটেন্ট রাইট স্বত্ব হস্তান্তর করেন। মাঝে হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, সর্ব বামে বাংলাদেশ ইউনানী আয়ুর্বেদিক বোর্ডের চেয়ারম্যান হাকীম হাফেজ আজিজুল ইসলাম

www.pathagar.com

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ হামদর্দ সফর কালীন (বাম থেকে বসা) হাকীম মোঃ সাঈদ, লেখক জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম, সাদিয়া রাশেদ, মিঃ হাম্মাদ আহমেদ (বাম থেকে দাড়ান) হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, ইউনানী আয়ুর্বেদিক বোর্ডের চেয়ারম্যান হাকীম হাফেজ আজিজুল ইসলাম, সাবেক পরিচালক ঔষধ প্রশাসন, ট্রাষ্টি বোর্ডের তৎকালীন সদস্য এডভোকেট জি,এ, খান ও মাওঃ মুহিউদ্দীন খান, হামদর্দ-এর পরিচালক বিপণন রফিকুল ইসলাম

বিচারপতি এ. এফ. এম. আহসান উদ্দীন চৌধুরী অসুস্থ থাকায় তাঁকে দেখার জন্য তাঁর বাসভবনে গমন করেন।

বাংলাদেশ সফরে আসলে বিমান বন্দরে হাকীম মোঃ সাঈদকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। হাকীম সাঈদের পিছনে হামদর্দ বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনন্য অবদানের জন্য ১৯৯২ সালে লেখকের হাতে হামদর্দ পাকিস্তান-এর পক্ষ থেকে 'ওসীকা এতরাফ' পদক তুলে দেন করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এহসান রশীদ, মাঝে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ

হামদর্দ ফাউন্ডেশন পাকিস্তান- এর চেয়ারম্যান ও হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ, ভাইস-চেয়ারম্যান মুহতারামা সাদিয়া রাশেদ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফেকাল্টির ডীন, হামদর্দ বাংলাদেশের করাচী সফররত প্রতিনিধিদল এবং হামদর্দ পাকিস্তানের ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দেশ-বিদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রদত্ত 'অসীকা- এত্‌রাফ' সম্মানে ভূষিত করার বিষয়টি পাকিস্তানের পত্র -পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে।

২১শে জুন '৯৩ হামদর্দ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত সমন্বয়ে আঞ্চলিক সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ চারদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। সাথে ছিলেন হামদর্দ পাকিস্তানের চেয়ারপার্সন মিসেস সাদিয়া রাশেদ, পরিচালক তথ্য আলী হাসান এবং ভারত হামদর্দের মোতাওয়াল্লী মিঃ হাম্মাদ আহমেদ।

ঐদিন সন্ধায় হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলে হামদর্দ - এর অফিসার ও এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেয়া হয়। হামদর্দ বাংলাদেশের অফিসার, শ্রমিক- কর্মচারীসহ জনগণের আন্তরিকতা ও ভালবাসা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। বিমান বন্দর থেকে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ প্রথমেই হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ড বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

'ভিজিটর্স' বইতে তিনি লিখেছেন

আলহামদুলিল্লাহ। হামদর্দ বাংলাদেশে আর একবার হাজির হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এখানে এসে আমি খুব খুশী হয়েছি। সময় কেটেছে হামদর্দ পরিবারের সদস্যদের সাথে।

তাদের পরবর্তী কর্মসূচীর কথা শুনেছি। আমার প্রিয় বন্ধু হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন এবং তাঁর সাথীগণ হামদর্দের জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তারা আমার কাছে সহযোগিতা আশা করছে। হামদর্দ বাংলাদেশের উন্নতি অগ্রগতির জন্য তারা যে ভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। হামদর্দকে উন্নতির উচ্চ শিখরে উড্ডীন করার জন্য ইনশাআল্লাহ্ আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে যাব। একদিন জনসেবার ক্ষেত্রে হামদর্দ বাংলাদেশ অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ
১০-১১-১৯৮৮ইং

১৯৯২ ইং এপ্রিল মাসে হামদর্দ বাংলাদেশ এর ৪ চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ভারত ও পাকিস্তান সফর করেন। হামদর্দ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রযুক্তি বিনিময় এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আলাপ আলোচনাই এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল । বাংলাদেশ হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ডের ভাইস- চেয়ারম্যান হিসেবে আমি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেই। দলের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন বাংলাদেশ ইউনানী আর্য়ুবেদিক বোর্ডের চেয়ারম্যান হাকীম হাফেজ আজীজুল ইসলাম, হামদর্দ বাংলাদেশের পরিচালক বিপণন জনাব রফিকুল ইসলাম।

প্রতিনিধিদল করাচীতে হামদর্দ ফ্যাক্টরী পরিদর্শনসহ করাচীর অদূরে 'মদিনাতুল হিকমাত' হামদর্দ পাবলিক স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়ার সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদল হামদর্দ পাকিস্তানের সাথে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিভিন্ন ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেন। দেশ-বিদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ, বাংলাদেশ হামদর্দ ট্রাষ্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকে হামর্দদ ফাউন্ডেশন পাকিস্তান স্বীকৃতি সনদ (অসীকা- এত্রাফ) এর সম্মানে ভুষিত করেন।

১২ই এপ্রিল '৯২ করাচীতে হোটেল এভরি টাওয়ারে আমার সম্মানে আয়োজিত এক ভোজ সভায় করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ এহসান রশীদ আমার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

www.pathagar.com

ধুতরা, মহুয়া, স্বর্পগন্ধা, কালজাম, কুঁচিলা, গুলঞ্চ ইত্যাদি এবং এর ফলে অনেকগুলি শিল্প জাতীয় প্রক্রিয়া উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে। স্কোপোরামাইন হাইড্রোক্লোরাইড, বারবেরাইন হাইড্রোক্লোরাইড, গার্লিক ট্যাবলেট এবং গার্লিক তৈল উৎপাদনের পদ্ধতি শিল্পপতিদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের শিল্পে ব্যবহারের জন্য। ইঁদুরের উপর পর পর অনেকবার প্রয়োগ করে জানা গেছে ধুতুরা তেল প্রজননের জন্য ক্ষতিকর।

মাঝে মাঝে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বারডেম, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বি.সি.এস.আই. আর যৌথভাবে গবেষণার কাজ পরিচালনা করে। বি.সি.এস.আই.আর-গবেষণাগারে স্বর্পগন্ধার উপর উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক গবেষণা করে জানা গেছে ১-৩ বছর বয়সের একটি গাছে ৫০%-৭০% অ্যালকালয়েড থাকে। ৪-৭ বছর বয়সী একটি গাছে ৯০%-১০০% অ্যালকালয়েড থাকে এবং ১১-১২ বছর বয়সী গাছে কার্যত কোন অ্যালকালয়েড থাকে না। সুতরাং কোন ওষুধি গাছ ব্যবহারের আগে তার বয়সও বিবেচনায় আনা উচিৎ।

উপরের সমস্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভেষজ ওষুধ অতীতের মত ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তবে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে এর আধুনিকীকরণ করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে করে জনগণ এর থেকে সর্বোচ্চ উপকার পেতে পারে।

'ভিজিটর্স' বইতে তিনি লিখেছেন

প্রিয় বন্ধু!

হাকীম ইউছুফ হারুন

প্রশান্তিতে আমার হৃদয় ভরে গেছে। আপনি হামদর্দ বাংলাদেশ-এর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট খেদমত এবং মহান তৎপরতার আঞ্জাম দিয়েছেন। হামদর্দ বাংলাদেশকে উন্নতি এবং সম্মানের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করার জন্য বিশ্বস্ততার সাথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। উৎপাদন, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য আপনি যে নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন এতে অগ্রগতির পথ খুলে যাবে। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে হামদর্দ পাবলিক স্কুল বাংলাদেশ এবং হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। আপনি এ গতিতে, এ সততা, নিষ্ঠা এবং আবেগ নিয়ে মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করতে থাকুন। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। আপনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মোহাম্মদ সাঈদ

২৪-১২-'৯৭ইং

www.pathagar.com

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ সেপ্টেম্বর'৯৮ ইং মাসে ঢাকা সফরে আসার কথা ছিল। বন্যাজনিত কারণে তাঁর সফর সূচী নভেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। কিন্তু ঘাতকের নির্মম বুলেট এই মহামানবকে আমাদের কাছ থেকে চিরতরে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। মহান এই ঋষি-পুরুষ ১৯৯৮ সালের ১৭ই অক্টোবর প্রভাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত করাচী হামদর্দ ক্লিনিকের দোরগোড়ায় একদল দুস্কৃতিকারীর গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি .....রাজেউন)। এ মহান মানবদরদী, বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ বহুগুণে গুণান্বিত হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের শাহাদাৎ বরণের সংবাদ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে এ ঘৃন্যতম হত্যাকান্ডের জন্য ব্যাপক নিন্দা প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ-এর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ বাংলাদেশ- এর চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খানের নেতৃত্বে হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এবং পরিচালক বিপণন রফিকুল ইসলাম গত ১৮ই অক্টোবর'৯৮ পাকিস্তান গমন করেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনসহ এ মর্মান্তিক ঘটনার সার্বিক খোজঁ খবর নেন।

তাঁর মৃত্যুতে ১৯ই অক্টোবর'৯৮ইং হামদর্দ প্রধান কার্যালয়ে ও কারখানায় কোরানখানি, মিলাদ মাহফিল এবং অভ্যন্তরীণ শোকসভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ৪০ দিনব্যাপী হামদর্দ বাংলাদেশ-এর প্রধান কার্যালয়, কারখানাসহ সকল শাখা ও বিক্রয় কেন্দ্রে প্রত্যেক নামাজান্তে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ও হামদর্দের জন্য দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় এবং আগামীতেও দোয়া অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশে মরহুমের গুণগ্রাহী ও শুভাকাঙ্খীদের জন্য হামদর্দ বাংলাদেশ - এর প্রধান কার্যালয় এবং ঢাকা শো-রুমে দুটি শোক বই খোলা হয়।

অন্তিম প্রয়াণে শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ

www.pathagar.com

৬ই নভেম্বর'৯৭ শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান ঢাকার একটি হোটেলের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ আয়োজিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী উক্ত অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর কর্মময় জীবনের উপর আলোচনায় অংশ নেন চিকিৎসক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভায় হামদর্দ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর বাংলাদেশে আরো জনসেবামুলক কাজ করার পরিকল্পনা ও স্বপ্ন ছিল। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও চলমান জনসেবা কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে আমাদের আজকের শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। হতে হবে দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী । তাঁর আদর্শ ও চেতনাকে সামনে রেখে তাঁর অসমাপ্ত কাজের দায়িত্বভার নিতে হবে আমাদেরকেই।

আজকের শোক সভায় উপস্থিত হামদর্দ বাংলাদেশের সকল নিবেদিত প্রাণ আমার সহকর্মীবৃন্দকে আহবান করবো অন্ততঃ আজ থেকে আপনারা সবাই নিজেদেরকে নতুনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করুন, যাতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর স্বপ্ন বাংলাদেশে বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠা করাসহ হামদর্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে অর্থবহ করে তুলতে পারি।

হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল হাকীম সাঈদের শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে পাকিস্তান গমণ করেন

www.pathagar.com

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রসহ দেশ, জাতি তথা সমাজের প্রতিটি স্তরে। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর অবর্তমানেও তাঁর চিন্তা, চেতনা, কর্ম ও প্রেরণাকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, নিজেকে মানব সেবায় উৎসর্গ করতে পারি এবং হামদর্দের সেবার পতাকাকে চির ভাস্বর রাখতে পারি সকলের মাঝে। আমি শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ তাঁকে বেহেশ্‌ত নসীব করুন।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ -এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। হাকীম সাহেব সারাজীবন ভেষজ উদ্ভিদ ও ওষুধ নিয়ে গবেষণা করেছেন মানুষের রোগমুক্তির জন্য। হার্বাল ওষুধকে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেছেন। হামদর্দ বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর অনেক ভাবনা ও স্বপ্ন ছিল। বাংলাদেশ হামদর্দকে ঘিরে তিনি জনকল্যাণমুখী অনেক সুন্দর সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছেন। তিনি আজ মৃত, কিন্তু তাঁর আদর্শ বেঁচে আছে। তাঁর পরিশ্রম আছে, গবেষণা আছে, কালচার আছে, সবকিছু আমাদের কাছে রেখে গেছেন। আমি আশা করব, বাংলাদেশে আমরা যারা তাঁর আদর্শ ভালবাসি, তারা যেন তাঁকে ভুলে না যাই। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলেই হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমরা সবাই হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ-এর আদর্শের অনুসারি হই। কোরআনে বলা হয়েছে, যারা মানব সেবায় মারা যায়, আল্লাহর কাজে মারা যায়, তাঁরা মরেনা, জীবিত থাকে কাজের মধ্যে, আদর্শের

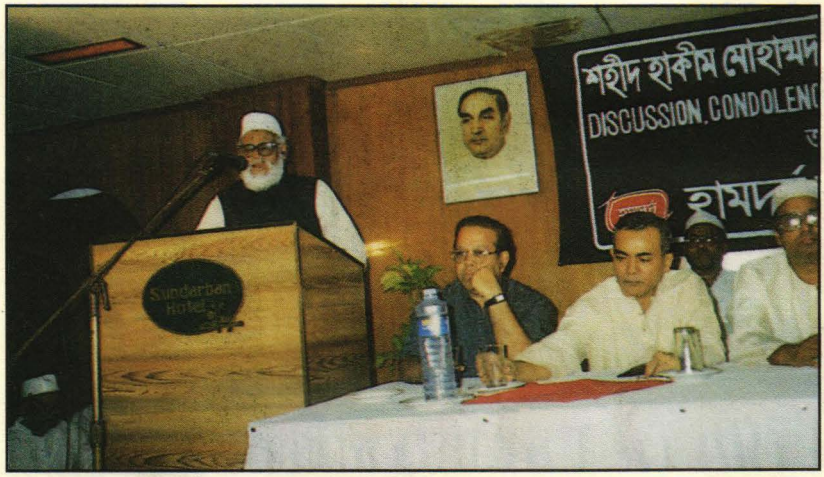

শহীদ হাকীম মোঃ সাঈদ স্মরণে হামদর্দ বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম

www.pathagar.com

শহীদ হাকীম মোঃ সাঈদ স্মরণে হামদর্দ বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, মঞ্চে (ডান থেকে) ভাষা সৈনিক আ.ন.ম. গাজীউল হক এবং হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান

মধ্যে। আমরা তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখব। আসুন, আজকের শোক সভায় আমরা এ প্রতিজ্ঞা করি।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান বলেন, আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি একান্তই শহীদ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। আল্লাহর দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করার জন্য।

এ বিশ্বের একজন নাগরিক হিসেবে, বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি তাঁর বিয়োগে আপনাদের সাথে অত্যন্ত ব্যথিত, শোকাহত। অবশ্যই তিনি এখন সব চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে। তাঁর প্রতি যদি সত্যিকার আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে তাহলে তাঁর জন্য দোয়া করে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করব। সদকায়ে জারিয়ার যে উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন সে কাজে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি তাহলেই সত্যিকার অর্থে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আমার নিবেদন থাকবে হামদর্দ পরিচালকদের প্রতি, যেন বাংলাদেশে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের স্বপ্ন বিস্ময়কর বিজ্ঞান নগর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিশেষে তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আমাদের এ দুযোর্গ, এ শোক কাটিয়ে উঠার তওফিক দিন, সবর দিন। কেবলমাত্র কিছুক্ষণ আলোচনার ভিতর দিয়ে নয় বরং এ মহৎ ব্যক্তির জীবন আলোচনা করে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার এবং সেই তরিকায় কিছুটা হলেও আমরা যেন নিজেদের নিয়োজিত রাখতে পারি, সে কামনাই করছি। এ শোক সভায় আমি একজন শ্রোতা হিসেবে থাকতে পারলেও কৃতার্থ হতাম। আমাকে এ অনুষ্ঠানে আলোচনা করা তথা একটি পুত-পবিত্র কাজে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ দানের জন্য আমি হামদর্দ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

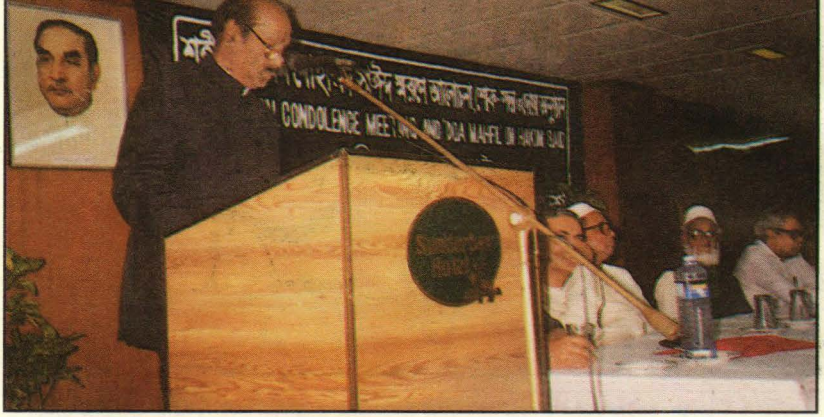

শহীদ হাকীম মোঃ সাঈদ স্মরণে হামদর্দ বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হামদর্দ বাংলাদেশ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ -এর চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান

হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, বাংলাদেশ - এর চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান বলেন, আমরা আজ এমন একজন মহানুভব ব্যক্তির স্মরণে এখানে মিলিত হয়েছি, যিনি সারা জীবন ব্রতী ছিলেন জনকল্যাণে। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এ নশ্বর পৃথিবীতে আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শ আর চিন্তা ও কর্ম -প্রেরণা অঙ্কুরিত আছে অগণিত মানুষের হৃদয়ে। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ। এ অনাড়ম্বর কঠোর জীবন যাপনকারী ব্যক্তিত্ব কখনও নিজের কথা ভাবেননি। সারা জীবন তিনি মানব কল্যাণের স্বপ্ন ও আকাঙ্খা লালন করেছেন এবং তা বাস্তবায়নে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। শিক্ষা ও চিকিৎসা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি দেশ-বিদেশে বহু সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করেছেন এবং ছুটে গেছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তাঁর সৃষ্টি ও কর্মকান্ডের জন্য তিনি সমাদৃত ও পুরস্কৃত হয়েছেন অসংখ্যবার। উক্ত শোক সভায় আমার বক্তব্য ছিল, হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও প্রকাশনা নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। রাসুল (সাঃ) বলেন, এক রাত্রের গবেষণা এক বছর এবাদতের সমান। হাকীম সাঈদের মতো ব্যক্তি যার এত গবেষণা, এত পড়াশুনা তাঁকে কোন আসনে আল্লাহ স্থান দিবেন, আপনারা তা সহজেই অনুবাধন করতে পারেন। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ চলে গেছেন কিন্তু জনসেবা, শিক্ষা, গবেষণা অবদান, সব মিলিয়ে তিনি পরকালে জান্নাতবাসী হবেন, আমার বিশ্বাস।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ প্রমাণ করলেন, সত্যের পথে চললে কারো মৃত্যু হয় না। হামদর্দের সাথে সম্পৃক্ততার জন্য হাকীম সাঈদের সাথে আমার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে, তাঁর মৃত্যু সংবাদে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম । হাকীম সাঈদ মারা গেছেন কিন্তু কিছু দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ

www.pathagar.com

করে এবং তাঁকে অনুসরণ করে সত্যের পথে চলা আমাদের কর্তব্য। সে পথে চললে আমাদের সকলের সাফল্য আসবেই এ বিশ্বাস আমার আছে। বিশ্ববাসীর সাথে আমি এ ঘৃন্য হত্যাকান্ডের নিন্দা জ্ঞাপনসহ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

আলোচনা সভা শেষে মিলাদ মাহফিল এবং দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এতে মোনাজাত পরিচালনা করেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ-এর শাহাদাৎ বরণ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ হামদর্দ কর্তৃক আয়োজিত শোকসভা অনুষ্ঠানের বিষয় বাংলাদেশ রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

বাংলাদেশ হামদর্দ প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের ভূমিকা অবিস্মরনীয়। সূচনালগ্ন থেকে বাংলাদেশ হামদর্দকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা, একাগ্রতা, পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থানে এনেছে। বিভিন্ন সময়ে তিনি বাংলাদেশে ছুটে এসেছেন বাংলাদেশ হামদর্দের উন্নয়নের জন্য সুপরামর্শসহ বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা দিয়েছেন। আজ তিনি নেই কিন্তু বাংলাদেশে রেখে গেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়াকে। যিনি হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর চিন্তা চেতনাকে বুকে ধারন করে বাংলাদেশ হামদর্দের উন্নয়নে এবং বাংলাদেশে বিজ্ঞান নগরী প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দৃঢ়তার সাথে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইনশাল্লাহ একদিন বাংলাদেশে বিজ্ঞান নগরী প্রতিষ্ঠিত হবে। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন বাংলাদেশ হামদর্দের মাঝে, বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ের মাঝে।

সবশেষে বলা যায়, হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ছিলেন একজন প্রবাদতুল্য মহান মানতাবাদী ব্যক্তিত্ব। যিনি তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন মানবতার কল্যাণে। তাঁর জীবন ছিল কঠিন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। এ সংগ্রাম ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের জন্য নয়। মানবের সুন্দরতম জীবন, রোগমুক্ত, জ্ঞানময় আর শান্তিময় পৃথিবীর জন্য। মেধা, শ্রম, অর্থ-বিত্ত, এসব তিনি নিজের নামে বা সন্তানের নামে কিছুই রেখে যাননি। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ হামদর্দের সমুদয় সম্পদই কেবল তিনি আল্লাহর নামে মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করে যাননি, পরিশেষে উৎসর্গ করে গেছেন তাঁর শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত। তিনি সার্থক। জীবনটা সততা ও মানব কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন।

আসলে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর মানুষ। তিনি যুবক-বৃদ্ধ-শিশু সকলের কাছে সমান সম্মান পেয়েছেন। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন ঐতিহ্যের প্রতিরূপ। ঐসকল ঐতিহ্য এখন খুব দ্রুত এ উপমহাদেশ থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবন নিরবধি নয়। তবে হাকীম সাহেব কম সময়ের মধ্যে যে কর্মযোগ

www.pathagar.com

আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে শহীদ হাকীম মোঃ সাঈদ-এর জন্য দোয়া পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন (বাম থেকে) হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, ভাষা সৈনিক এডভোকেট আ.ন.ম. গাজীউল হক, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম ও হামদর্দ তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু ইউছুফ আব্দুল হক।

রেখে গেছেন তা মহাকালের প্রতি নিরবধি হয়ে থাকবে। চিকিৎসা, গবেষণা ও সমাজ উন্নয়নে তিনি যে অবদান রেখেছেন, তার দ্বারা আজীবন বিশ্বের মানুষ উপকৃত হবে। তিনি আজ মহাকালের প্রতিনিধি।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ ছিলেন মানবাত্মার কাঙ্খিত সিদ্ধ পুরুষ। দেশ-কাল-অতিক্রম্য এক মানুষ । বিশ্ব যার সংসার, মানুষ যার ভাই, সব ঘরে যার ঠাঁই। তিনি জন্মকালে এনেছিলেন স্বপ্নালোকের চাবি। তা দিয়ে খুলে শিখেয়েছেন সহিষ্ণুতা, উৎসর্জন, নির্ভীকতা, ঋজুতা আর দৃঢ়তা, সম্মান, মর্যাদাবোধ, ভালবাসা আর আত্মনিবেদনের শিক্ষা। নিজেও চলেছেন উচ্চশীরে অবিরাম ঐ পথে। এরই নাম মানব জীবন। জীবনের কোন মৃত্যু নেই। মৃত্যু নেই জীবনবাদী হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের। তিনি অমর। তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। বেঁচে থাকবেন পৃথিবীর সকল যোগ্য মানুষের মাঝে একজন মহর্ষী রূপে।

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ পরিবারের জন্য কিছুই রেখে যাননি। রেখে গেছেন বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য তাঁর কর্মকান্ড এবং প্রতিষ্ঠিত অম্লান স্মৃতি ও অবদান। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববাসী শুধু একজন চিকিৎসাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সংগঠক, লেখক ও দার্শনিক নয়, হারিয়েছে একজন মহামানব ও সেবককে। তিনি নির্দিষ্ট কোন ভুখন্ডের ছিলেন না। তাঁকে হারানোর ক্ষতি সারা বিশ্বের জন্য অপূরণীয়। আজ তিনি নেই এ নশ্বর পৃথিবীতে। কিন্তু তাঁর আদর্শ, চিন্তা, কর্ম, প্রেরণা, অংকুরিত রয়েছে মানবের হৃদয়ে। তাঁর বিশাল কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ মানব সেবায় সার্থক ও মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ (আই পি জি এম আর) এর প্রতিষ্ঠাতা। ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম (ইউ এস টি সি) এবং জাতীয় ধূমপান বিরোধী সংগঠন আধূনিক এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন (আই এম এম) এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৯৭ সালে তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ২০০০ সালের জানুয়ারীতে তিনি দি ওপেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, কলম্বো হতে কমপ্লিমেন্টারী মেডিসিনের উপর ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রী গ্রহণ করেন।

ডাঃ ইসলাম ১৯৭৮ থেকে ১৯৯২ ইং সাল পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে HMD-এর উপর কাজ করেছেন এবং বর্তমানে তিনি তামাক অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।

তিনি ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্স হতে প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল গ্রহণ করেন। ১৯৯৫-তে ইবনে সিনা মেডেল এবং ১৯৯৬ সালে ননভায়োলেন্ট পিস অসলো'র জন্য মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার লাভ করেন।

ডাঃ ইসলামের আন্তর্জাতিক জার্নালে ১০০ এর উপরে প্রকাশনা এবং তামাকসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপর ১৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তামাক এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নাল, সাময়িকী ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাক অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর সমগ্র বিশ্বে আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে তিনি পেপারস উপস্থাপন করেছেন।

তিনি ১৯৯০ এবং পুনরায় ১৯৯২ সালে তামাক এবং স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) স্মৃতি স্মারক মেডেল লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে তামাক বিরোধী কার্যকলাপের কারণে গুজরাট রাজ্য ইন্ডিয়া হতে গোল্ডেন গ্রাহক সেবা পুরস্কার লাভ করেন।

ডাঃ ইসলাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় ইমামদের জন্য বেশ কিছু ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।